Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার
3/236
PRESENTED
No. 98/25
Ashram

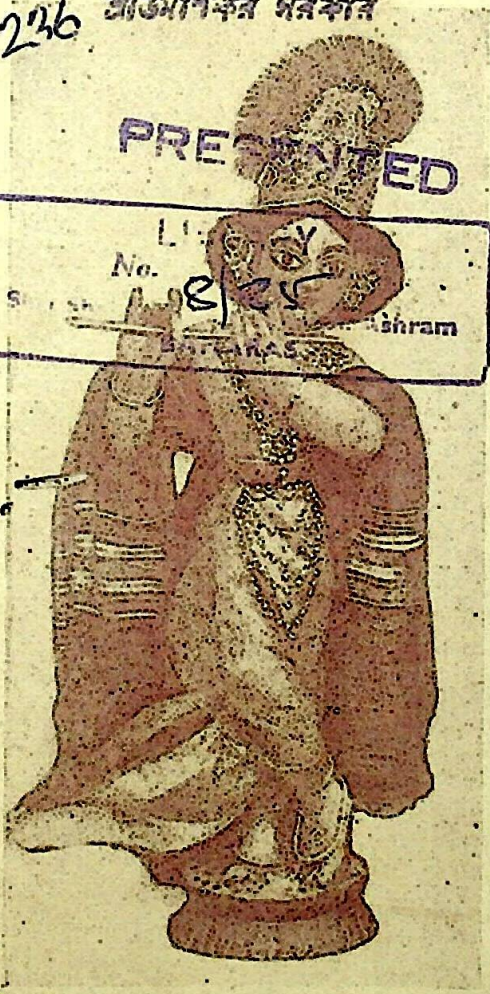

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্, বি,
ভাগবতরত্ন, বিদ্যাভাস্কর, ভক্তিরত্ন,
ভিষকাচার্য্য, ভক্তিভারতী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

2/9/22

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

PRESENTED

LIBRARY
No. 8/85
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, এম. বি.
ভাগবতরত্ন, ভিষকাচার্য্য, ভক্তিভারতী, বিদ্যাভাস্কর, ভক্তিরত্ন।

মহেশ লাইব্রেরী।
পুস্তক-বিক্রেতা।
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
(কলেজ স্কোয়ার), কলিকাতা-১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম সংস্করণ
১লা আষাঢ় ১৩৬৫

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীধর মুখোপাধ্যায়
৩১নং পদ্মপুকুর রোড
কলিকাতা-২৫

মুদ্রাকর—
শ্রীবিলাস প্রেস
২১এ, গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
কলিকাতা-২৫

মূল্য ১৲
সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Foreword

Most respected throughout the world Swami Sivananda Saraswati Maharaj of Hrishikesh, Himalayas, very kindly asked me to translate in Bengali one of his various valuable and soul-stirring religious books—"Lord Krishna, His Lila and Teachings" in October 1957. In my humble and poor capacity and His blessings I have tried my best to carry out his orders. If devotees of Lord Krishna get some nector from this small book I shall think myself fortunate.

Vaisnavdasanudas
Nripendra Nath Mukherjee
M.B., F.D.S., F.R.M.S. (Lond).
Bhagabatratna, Bhaktibharati,
Visakacharya, Vidyabhaskar,
Bhaktiratna.
Professor, Calcutta Medical College (Rtd)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসর্গ

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেব

১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ বাসুদেব রামানুজদাস মহারাজের

শ্রীকরকমলে

গুরুদেব! আপনারই অপার করুণায় এই ক্ষুদ্র পুস্তক "ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ" প্রকাশিত হইল। আমাকে আপনি ভাগবত পাঠে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে আপনারই শ্রীকরকমলে এই গ্রন্থ অর্পিত হইল।

চরণাশ্রিত—

নৃপেন্দ্রনাথ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুখবন্ধ

শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চম বেদ। শ্রীকৃষ্ণের কথা বলিবার জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব। কলিযুগে মলিন জীবের একমাত্র অবলম্বন শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"বিচার করিয়া মনে, ভক্তিরস আস্বাদনে, মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ"। সকলে যাহাতে অতি সহজে সেই ভাগবতকথা আস্বাদন করিয়া ধন্য হইতে পারেন তাহার জন্য প্রযত্ন করিয়াছেন ডাঃ শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, ভাগবতরত্ন মহাশয়। তিনি যেমন চিকিৎসাদ্বারা সকলের দেহরোগ আরোগ্য করেন তেমনি এবার সকলের ভবরোগ আরোগ্য করিবার আয়োজন করিয়াছেন ভাগবত রসামৃত পরিবেশনে। তাঁহার এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

ভাগবত ভবন
১০২।৩, বকুলবাগান রোড
কলিকাতা-২৫
৩রা ফাল্গুন ১৩৬৪

শ্রীদ্বিজপদ গোস্বামী
ভাগবতশাস্ত্রী, জ্যোতিষশাস্ত্রী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবেদন

স্বয়ং ভগবান ষড়ৈশ্বর্য্য মাধুর্য্য পরিপূর্ণ। তাঁহার ব্রজলীলা ও উদ্ধবের প্রতি উপদেশ অতীব মধুর। শ্রীমদ্ভাগবতের অমৃত লহরীর শ্রেষ্ঠ তরঙ্গ একাদশ স্কন্দের সারাংশ এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে।

সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় অপূর্ব্ব শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে লিখিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে কংসবধ পর্য্যন্ত বাল্যলীলা যাহা তিনি ব্রজধামে দেখাইয়াছিলেন এবং পরে প্রিয় ভক্ত উদ্ধবকে যে উপদেশামৃত পান করাইয়াছিলেন, তাহা এই সামান্য গ্রন্থে সংগৃহীত হইল। সুধিবৃন্দ ইহা পাঠ করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন ইহাই প্রার্থনা।

"কৃষ্ণে রতাঃ কৃষ্ণমনুস্মরন্তি।
রাত্রৌ চ কৃষ্ণে পুনরুত্থিতা যে॥
তে ভিন্নদেহা প্রবিশন্তি কৃষ্ণম্।
হবির্যথা মন্ত্রং হবির্হুতাশে॥"

অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণে রত, সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণ করেন, রাত্রে শয়নকালে ও প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রতিক্ষণ 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' উচ্চারণ করেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন নহেন এবং ভগবানও তাঁহা হইতে ভিন্ন নহেন। হোমে ঘৃতের ন্যায় অগ্নি যেমন ঘৃতকে গ্রহণ করেন তিনিও সেইরূপ ভগবানে বিলীন হন।

"আদৌ দেবকীজননং গোপগৃহে বর্দ্ধনম্।
মায়াপূতনাজীবতাপহরণং গোবর্দ্ধনধারণম্॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কংসচ্ছেদনং কৌরবাদিহননং কুন্তীসুতপালনম্।
এতদ্ভাগবতপুরাণকথিতং শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতম্ ॥"

অর্থাৎ আদিকালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবকীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া যশোদার গৃহে লালিত ও পালিত হন। মায়ারূপী পূতনাবধ, গোবর্দ্ধন-ধারণ, কংসবধ, কুরুবংশধ্বংস ও কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরাদির রক্ষণাবেক্ষণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে এই অপূর্ব্ব কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

৩১ নং পদ্মপুকুর রোড
কলিকাতা-২০
১লা বৈশাখ ১৩৮৫

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

বিষয়-সূচী

প্রথম অধ্যায়

বিষয়			পৃষ্ঠাঙ্ক
শ্রীকৃষ্ণের জন্ম	...	...	১
জন্মোৎসব	...	...	৭
পূতনা বধ	...	...	৮
শকট ভঞ্জন	...	...	৯
তৃণাবর্ত্ত বধ	...	...	৯
বিশ্বরূপ প্রদর্শন	...	...	১০
নামকরণ	...	...	১০
বাল্যলীলা	...	...	১১
শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন	...	...	১২
যমলার্জ্জুন ভঞ্জন	...	...	১৩
বৎসাসুর ও বকাসুর বধ	...	...	১৫
অঘাসুর বধ	...	...	১৬
ব্রহ্মার মোহনাশ	...	...	১৭
ফলবিক্রেতা	...	...	২০
ধেনুকাসুর বধ	...	...	২০
কালিয় দমন	...	..	২১
দাবাগ্নি মোচন	...	...	২৪
প্রলম্ব বধ	...	...	২৫
গোপীকাগণের গীতি	...	...	২৫
বস্ত্রহরণ	...	...	২৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়			পৃষ্ঠাঙ্ক
বাস্তিক ব্রাহ্মণগণের পূজা গ্রহণ	...	...	২৭
ইন্দ্র-যজ্ঞ ভঙ্গ	...	...	৩০
গোবর্দ্ধন ধারণ	...	...	৩১
বরুণালয় হইতে নন্দের মোচন	...	...	৩২
রাসবিহার আরম্ভ	...	...	৩৩
বিরহসন্তপ্তা গোপীগণের বনে বনে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ		...	৩৫
গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের সান্ত্বনা	...	...	৩৭
শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা	...	...	৩৮
রাসলীলার গূঢ়তত্ত্ব	...	...	৩৯
কেশী ও ব্যোমবধ	...	...	৪১
কংস বধ	...	...	৪২

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভাগবত ধর্ম্ম	...	...	৪৭
ভগবান ও উদ্ধবের কথোপকথন	...	...	৫১
সংসার ধর্ম্ম	...	...	৫৫
সাধনা ও ধ্যানপন্থা	...	...	৫৬
বদ্ধ-মুক্তাদির লক্ষণ	...	...	৫৯
সাধু ও ভক্ত কে	...	...	৬১
সাধুসঙ্গ মহিমা	...	...	৬৩
হংসের ইতিহাস	...	...	৫৫
মঙ্গল নির্ণয়	...	...	৬৬
ভক্তিযোগ	...	...	৬৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়			পৃষ্ঠাঙ্ক
অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি	...	...	৬৯
বর্ণাশ্রমধর্ম্ম	...	...	৭০
যতিধর্ম্ম নির্ণয়	...	...	৭২
ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ ও ক্রিয়াযোগ	...	...	৭৪
তিরস্কার সহ্য করিবার উপায়	...	...	৭৬
সাংখ্যযোগ	...	...	৭৯
সত্ত্বাদি গুণের বৃত্তি	...	...	৮১
ক্রিয়াযোগের বর্ণনা	...	...	৮৩
পরমার্থ নির্ণয়	...	...	৮৪
মুরলীধর	...	...	৮৭
ভক্তিপথ	...	...	৮৮

৪।৪১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ মদ্‌গুরু শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।
মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নন্দহৃদয়নন্দনং।
গোপীজন জীবনধন বৃন্দাবিপিনচারিণম্॥
ভানুকোটী নিন্দিততনু ইন্দুকোটীনির্ম্মলং।
কোটীমদন দর্পদহন বদনকান্তিমুজ্জ্বলম্॥
ইন্দিবরনিন্দিতরুচি শ্যামলং অতিশোভনং।
বিশ্বভুবন প্রাণরমণ নয়নজ্যোতিমোহনম্॥
কুণ্ডলশোভিত গণ্ডযুগল অরুণাধরপল্লবং।
মধুরমুরলীধ্বনি বিমোহিতযোগিজন প্রাণবল্লভম্॥
শিরসি শিখিপুচ্ছ চন্দনমণ্ডিত চারুচূড়কং।
উরসি বনকুসুমমালাধারিণং মনোহারিণম্॥
কটিতটধৃত পীতবসনচুম্বিত পদপঙ্কজং।
শিবপুরন্দর বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত চরণনূপুরনিক্কনম্॥
বন্দে শ্রীযমুনাপুলিন কুঞ্জবনবিহারিণং।
কালিয়ানাগদমনং শ্রীগোবর্দ্ধনধারিণম্॥
রাসমণ্ডলমধ্যগং শ্রীরাধিকা সমন্বিতং।
বন্দে যুগলকিশোর চরণারবিন্দম্॥

গ্রন্থকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাপদ সরকার
PRESENTED

ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ

প্রথম অধ্যায়

৪/৪৫

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম

পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশে অবতীর্ণ হন। মুক্ত পুরুষগণ তাঁহার নাম, গুণ ও লীলা সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ইহাই মুমুক্ষু ব্যক্তির একমাত্র উপায়, ভবব্যাধির একমাত্র ঔষধ ও বিষয়ী ব্যক্তির একমাত্র বিষয়। তাঁহার কীর্ত্তন কর্ণের ও মনের একমাত্র শ্রোত্রহর ও মনোহর। তাঁহার সরল সুন্দর মূর্ত্তির ধ্যান মন ও নয়নের এক মাত্র আনন্দ বর্দ্ধক। একবার স্মরণমাত্রেই তিনি জন্মসংশয় মোচন করিয়া থাকেন। তাঁহার উরু ও বিক্রমশালী পদপঙ্কজকে তরণী করিয়া গোষ্পদের ন্যায় সংসার-সাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। যাঁহার নাম শ্রোতা, প্রশ্নকর্ত্তা ও বক্তাকে পবিত্র করে, সেই ভগবান বাসুদেবকে স্মরণ করি।

দ্বাপরযুগের অবসান হইলে, ধরিত্রী ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে দাম্ভিক রাজগণ ও বেদবিরোধী দানবগণের পরাক্রম এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব জানাইলেন। তাহাতে ব্রহ্মা বলিলেন যে, তিনি বসুদেব ও দেবকীর পুত্র হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণাবতাররূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইবেন। আদিশেষ অর্থাৎ সংকর্ষণ বলরামরূপে জন্মিবেন এবং তাঁহাদের সেবার জন্য যোগমায়া জন্ম গ্রহণ করিবেন। দেবতারা রাখাল, গরু ও গোপ-গোপীগণরূপে জন্মিবেন।

মথুরায় উগ্রসেন যদুগণ, ভোজগণ ও অন্ধকদিগের রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র কংস পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়া নিজে রাজা হন। মগধরাজ জরাসন্ধ কংসের শ্বশুর ছিলেন, এবং বক, চানূর, ধেনুকা, পুতনা, কেশী, বাণ, ভৌম, প্রলম্ব, তৃণাবর্ত্ত, মহাশেন, মুষ্টিক, অরিষ্ট ও দ্বিবিধা প্রভৃতি দানবগণ তাহার মন্ত্রী ও অনুচর ছিল। যদুগণের রাজা চন্দ্রবংশীয় শূরসেনের পুত্র বসুদেব যখন দেবকীকে বিবাহ করিয়া রথারোহণে স্বরাজ্যে ফিরিতেছিলেন, তখন দেবকীর ভ্রাতা কংস তাঁহার সন্তোষ বিধানের জন্য তাঁহার রথের সারথি হন। সেই সময় তিনি এক দৈববাণী শুনিলেন--"হে কংস, এই দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান তোমাকে বধ করিবে।" ইহাতে কংশ ভগিনী দেবকীর কেশধারণ করিয়া তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে বসুদেব বলিলেন—"হে কংস, তুমি প্রসিদ্ধ যোদ্ধা বলিয়া পরিগণিত, এবং ভোজ বংশের গৌরব। তুমি বীর, তোমার পক্ষে স্ত্রীহত্যা, বিশেষতঃ বিবাহকালে নিজ ভগিনী হত্যা শোভা পায় না। দৈববাণীতে ভীত হইও না; তোমার যাহা হইতে ভয়, সেই দেবকীর গর্ভজাত সকল সন্তান তোমাকে অর্পণ করিব।" এই কথা শুনিয়া দুর্বৃত্ত নিবৃত্ত হইলে বসুদেব তাহার প্রশংসা করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কংস নিজের ভবিষ্যৎ বিষয়ে সতর্ক হইয়া বসুদেব ও দেবকীকে রাজধানীতে আনাইয়া কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। উপর্য্যুপরি ছয়টি সন্তান বসুদেব কংসকে প্রদান করিলেন এবং সেই দুরাচার উহাদিগকে হত্যা করিল। দেবকী সপ্তমবার গর্ভধারণ করিলে ভগবান যোগমায়াকে বলিলেন— "হে দেবী! বসুদেবের রোহিণী নামে এক পত্নী গোকুলে নন্দালয়ে বাস করেন। আমার অংশ অনন্তশেষ দেবকীর গর্ভজাত হইয়াছে, তুমি তাহাকে রোহিণীর গর্ভে স্থাপন কর। উহা আকর্ষিত হওয়াতে সংকর্ষণ এবং বলবান বলিয়া বলরাম নামে অভিহিত হইবে।" ফলে দেবকীর গর্ভ নষ্ট হইয়াছিল এবং রোহিণীর গর্ভে বলরাম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভগবান যোগমায়াকে নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে আদেশ দান করেন এবং নিজে দেবকীর গর্ভসম্ভূত হন।

এদিকে দুরাচার কংস দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান নিষ্ঠ না হওয়া পর্য্যন্ত অস্থিরভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। অবশেষে অষ্টমবার দেবকীর গর্ভসঞ্চার হইলে তাঁহার বদনমণ্ডলে এক অপূর্ব্ব দিব্যভাব লক্ষ্য করিয়া কংস ভাবিলেন, ভগবান শ্রীহরি তাহার বধ সাধনের জন্য নিশ্চয়ই ইহার গর্ভ আশ্রয় করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি তিনি গর্ভকালে ভগিনীকে হত্যা করিতে সাহসী হইলেন না। কারণ, তাহাতে তাহার যশঃ, কীর্ত্তি ও সম্পদ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু শয়নে, স্বপনে, আহারে বিহারে তিনি শান্তি পাইলেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানের উপর একটা বৈরীভাব সর্ব্বদা তাহার মনে জাগরূক রহিল।

ব্রহ্মা, রুদ্র, নারদ ও অপরাপর ঋষিগণ দেবকীকে জানাইলেন—"পৃথিবীর ভার লাঘব করিবার জন্য এবং কংসকে বধ করিবার জন্য—ভগবান আপনার গর্ভে সম্ভূত হইয়াছেন।" ব্রহ্মা স্তব করিলেন—

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যম্।
সত্যঞ্চ যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে॥
সত্যস্য সত্যামৃতস্য নেত্রম্।
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥

অর্থাৎ আপনি সত্যব্রত, সত্যই আপনার সংকল্প, সত্যই আপনার প্রাপ্তিস্থান; আপনি ত্রিকালে সত্য, সত্যের কারণ ও সত্যে অবস্থিত। ঋত ও সত্য, এই দু'য়ের আপনি প্রবর্ত্তক, এতএব আপনি সত্যময়। এইরূপে আপনি সকল প্রকারে সত্যাত্মক হইয়াছেন, আমরা সত্যরূপী আপনার শরণাপন্ন হইলাম।

কাল সর্ব্বগুণ সম্পন্ন ও রমণীয় হইলে এবং রোহিণী ও অশ্বিনী নক্ষত্রদ্বয় আকাশে উদিত হইলে, তমসাবৃত এক নিশীথে ভগবান ভূমিষ্ঠ হইলেন। বসুদেব দেখিলেন—

"অদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগদার্য্যুদায়ুধম্।
শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভিকৌস্তভং পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োগসৌভগম্॥

অর্থাৎ বালক বড়ই অদ্ভুত, তাহার নয়ন কমলতুল্য, চতুর্ভুজ, হস্তে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম, বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন, গলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৌস্তভমণি, পরিধানে পীত বসন, বর্ণ নিবিড় মেঘের ন্যায় মনোহর, অপরিসীম কেশকলাপ, মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল এবং শরীর সর্ব্ব অলঙ্কারে ভূষিত।

বসুদেব স্তব করিতে লাগিলেন—"হে পরম পুরুষ! আপনার দর্শন পাইলাম। আপনি সর্ব্বস্বরূপ, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বব্যাপক, অন্তর্যামী এবং মায়া ও অবিদ্যারহিত।

দেবকী নবজাত শিশুর দেহে বিষ্ণুর লক্ষণ সমূহ দর্শন করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন—"বেদে যাঁহাকে আদি কারণ, অব্যক্ত চেতন, নির্ব্বিকার সত্তা মাত্র বলে, আপনি সেই সাক্ষাৎ বিষ্ণু। আপনি অধ্যাত্মপ্রদীপ—বুদ্ধি আদি ইন্দ্রিয় সমূহের প্রকাশক। আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম।"

ভগবান বলিলেন—"হে সতী! পূর্ব্বজন্মে তোমার নাম ছিল পৃশ্নি, আর বসুদেব সুতপা নামে প্রজাপতি ছিলেন। তোমরা আমার নিকট বর প্রার্থনা করিয়াছিলে যেন আমার সদৃশ পুত্র লাভ কর। তোমরা মুক্তি প্রার্থনা কর নাই। দ্বিতীয় জন্মে তোমারা উভয়ে কাশ্যপ ও অদিতি নামে অভিহিত ছিলে এবং আমাকে বামনাবতারে পুত্ররূপে পাইয়াছিলে। আমাকে সর্ব্বদা চিন্তা করিলে তোমরা পরমা গতি লাভ করিবে।" ইহা বলিয়া পিতামাতার সমক্ষে শিশুরূপ ধারণ করিলেন। এদিকে বসুদেব ভগবানের আজ্ঞাক্রমে পুত্রকে সূতিকাগৃহ হইতে নন্দালয়ে লইয়া যাইবার উদ্‌যোগ করিলেন। ঐ সময় যোগমায়াও নন্দজায়াকে নিমিত্তমাত্র করিয়া জন্ম-গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মায়ার প্রভাবে দ্বারপাল ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৌরজনবর্গের ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল অপগত হইল। দ্বার সকল আপনা আপনি খুলিয়া গেল এবং দ্বারপালগণ নিদ্রাভিভূত হইল। ফলে বসুদেব সহজেই শিশুসহ গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারিলেন। অন্ধকার রাত্রি, বৃষ্টি ও মেঘ গর্জ্জন করিতেছিল। অনন্তদেব ফণাদ্বারা জল নিবারণ হেতু তাঁহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিলেন। সিন্ধু যেরূপ রামচন্দ্রকে পথ দিয়াছিলেন, যমুনাও সেইরূপ বসুদেবকে পথ প্রদান করিলেন। অবশেষে বসুদেব নন্দালয়ে উপস্থিত হইলেন এবং শিশুকে যশোদার শয্যায় স্থাপন করিয়া নবজাতা কন্যাকে লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। তখন উদ্‌ঘাটিত দ্বারগুলি পুনরায় রুদ্ধ হইয়া গেল। নবজাত শিশুর ক্রন্দন শুনিয়া দ্বারপালগণ কংসকে সংবাদ দিল। কংস দ্রুত আসিয়া শিশুকে বধ করিতে উদ্যত হইলে দেবকী ভ্রাতাকে বলিলেন—"এ তোমার ভাগিনেয়ী, স্ত্রীবধ করা তোমার উচিত নহে। আমার অনেক সন্তান তুমি বধ করিয়াছ, কন্যাটি আমাকে প্রদান কর।"

দেবকীর অনুরোধ সত্ত্বেও কংস শিশুর পদ ধারণ করিয়া শিলাপৃষ্ঠে আঘাত করিতে উদ্যত হইলে উহা হস্ত হইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া বলিল—"তোমাকে যে বধ করিবে, সে অন্যত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে।" তাহার পর শিশু দেবী মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ইঁহার অষ্টভুজে—শূল, চর্ম্ম, খড়্গ, চক্র, গদা, ধনু, আদি আয়ুধ। বারাণসী ইত্যাদি স্থানে ইনিই যোগমায়া নামে খ্যাতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এদিকে যোগমায়ার বাণী শুনিয়া কংস স্তম্ভিত হইলেন এবং বসুদেব ও দেবকীকে কারামুক্ত করিয়া তাঁহাদের নিকট ক্ষমা চাহিলেন। পরদিন মন্ত্রীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি এই আদেশ দান করিলেন যে, যেহেতু বিষ্ণুই দেবতাদের আদি অতএব গো, ব্রাহ্মণ, তপস্যা ও যজ্ঞ ইহাতে বাধা দান করা হউক এবং গত দশ দিনের মধ্যে যত শিশু জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের হত্যা করা হউক। কংসের অনুচরগণ এই নিষ্ঠুর আদেশ পালন করিতে লাগিল।

জন্মোৎসব

পুত্রের জন্মহেতু নন্দের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি অতি সমাদরে পুত্রের জন্মোৎসব পালন করিলেন। শিশুর জাতকর্ম্ম, পিতৃপূজা, দেবপূজা ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে অলঙ্কৃত গো সকল দান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ "চিরং জীব" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্রতি গৃহ মার্জ্জিত ও সজ্জিত হইল এবং গোপ ও গোপীগণ নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া বিবিধ উপঢৌকন সহ নন্দালয়ে উপস্থিত হইল। সেই দিন হইতে যেন ব্রজধাম সর্ব্ব সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়া বিষ্ণুর বাসের উপযুক্ত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুতনা বধ

কংসের আদেশে কামচারিণী রাক্ষসী পূতনা নবজাত শিশু বধ করিবার জন্য মাঠে ঘাটে, গ্রামে নগরে বিচরণ করিতে লাগিল। মায়াদ্বারা সে যে কোন রূপ ধারণ করিতে পারিত এবং আকাশে বিচরণ করিতে পারিত। একদিন সে এক অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবতী কামিনীর রূপ ধারণ করিয়া গোকুলে নন্দালয়ে প্রবেশ করিল এবং শয্যাতে শ্রীকৃষ্ণকে— ভস্মাচ্ছাদিত পাবকের ন্যায় অসীম তেজ সম্পন্ন সেই শিশুকে দেখিয়া, অজ্ঞানতাবশতঃ রজ্জুবোধে কালসর্পরূপ হরিকে ক্রোড়ে লইয়া দুর্জ্জয় বিষপূরিত স্তন্য পান করাইতে লাগিল। হরি ক্রুদ্ধ হইয়া করযুগলদ্বারা তাহার স্তন দৃঢ়রূপে পেষণ পূর্ব্বক পরম আহ্লাদে স্তন্য পান করিতে লাগিলেন। তাহার সর্ব্বাঙ্গে যাতনা বোধ হওয়াতে রাক্ষসী "ছাড় ছাড়" বলিতে লাগিল। তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত ও নয়নযুগল বিস্ফারিত হইল এবং বিকট চীৎকার করিয়া রসাতল প্রতিধ্বনিত করিল। পরিশেষে নিজের রূপ ধারণ করিলে তাহার দংষ্ট্রাকরাল গিরিশৃঙ্গতুল্য, নাসিকা রক্তবর্ণ, কেশ শুষ্ক ও উদর হ্রদের ন্যায় হইল এবং ভূমিতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে তাহার পরমা গতি লাভ হইল। যশোদা ও রোহিণী ক্রীড়ারত সেই অকুতোভয় শিশুকে কোলে তুলিয়া লইলেন। তাঁহারা গোপুচ্ছদ্বারা শিশুর রক্ষা দান, গোধূলি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্নান ও ললাটে দ্বাদশ কেশবনাম জপের ব্যবস্থা করিলেন, এবং দেবতাগণ শিশুর দেহের বিভিন্ন স্থান রক্ষা করুন এই প্রার্থনা করিলেন।

শকট-ভঞ্জন

একদা মা যশোদা নিদ্রিত অবস্থায় পুত্রকে একটি শকটের নীচে রাখিয়াছিলেন। তাহাতে নানাবিধ কাংস্যপাত্র, দধি, দুগ্ধ ইত্যাদি বস্তু ছিল। অকস্মাৎ বালক রোদন করিতে করিতে পদদ্বারা শকটটীকে উল্টাইয়া দেন। বালকের এই অপ্রমেয় বল দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। যশোদা বালককে, অসূয়া, অগৃত, দম, ঈর্ষ্যা, হিংসা ও অভিমানশূন্য, সত্যনিষ্ঠ ও বাক্‌সিদ্ধ ব্রাহ্মণদ্বারা আশীর্ব্বাদ করাইলেন।

তৃণবর্ত্ত বধ

কংসের এক অনুচর দানব তৃণাবর্ত্ত ধূলিদ্বারা ব্রজধাম অন্ধকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করিয়া আকাশপথে পলায়ন করিতে চেষ্টা করে। শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে অতিভারাক্রান্ত করিয়া তৃণাবর্ত্তের গলদেশ ধারণ করিলে তাহার সকল অঙ্গ নিশ্চেষ্ট হয়। ফলে সে আকাশ হইতে পতিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া প্রাণত্যাগ করে। গোপ ও গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে মৃত তৃণাবর্ত্তের বক্ষে ক্রীড়া করিতে দেখিতে পাইলেন। বালককে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবিত দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইলেন এবং নিজদিগকে ধন্য মনে করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমরা কি পুণ্য করিয়াছিলাম যে বালক এখনও জীবিত আছে। এদিকে মা যশোদা সস্নেহে পুত্রকে স্তন্যপান করাইতে লাগিলেন।

বিশ্বরূপ প্রদর্শন

একদা মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লইয়া আদর করিতেছিলেন। এমন সময় বালক একবার মুখব্যাদান করিয়া হাসিয়া হাঁই তুলিল। তখন মা যশোদা দেখিলেন তাহার মুখের ভিতর আকাশ, অন্তরীক্ষ, জ্যোতির্ম্মণ্ডল, দিক্, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, সাগর, দ্বীপ, নদী, পর্ব্বত, বন, স্থাবরং জঙ্গম আদি যাবতীয় বস্তু বিরাজ করিতেছে। পুত্রের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া মা যশোদা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন এবং নয়ন মুদ্রিত করিয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন।

নামকরণ

যদুগণের কুলপুরোহিত গর্গ বসুদেব কর্ত্তৃক নন্দালয়ে প্রেরিত হইয়া নামকরণ করিতে আসিয়া বলিলেন—"রোহিণীর পুত্র গুণদ্বারা আত্মীয়গণকে আনন্দদান করিবে অতএব তাঁহার নাম "রাম" এবং বল অধিক বলিয়া তাঁহার নাম "বলরাম"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে। ইনি শিক্ষাদ্বারা যদুদিগের মিলন ঘটাইবেন এজন্য তাঁহার অপর নাম "সংকর্ষণ" হইবে।

পরে নন্দকে বলিলেন—"হে নন্দ! তোমার পুত্র যুগে যুগে দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে ইহার তিন বর্ণ ছিল—শুক্ল, রক্ত ও পীত। এক্ষণে ইঁনি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছেন অতএব ইঁহার নাম "কৃষ্ণ" হইবে। ইঁনি কোন সময়ে বসুদেবের পুত্র ছিলেন, অতএব "বাসুদেব" নামেও ইনি অভিহিত হইবেন। তোমাদের মঙ্গল হইবে এবং নিয়ত সকল প্রকার বিপদ ও দৈত্যদানব প্রভৃতি হইতে রক্ষা পাইবে। হে নন্দ, সাবধানে ইঁহার লালন পালন করিও; তোমার পুত্র নারায়ণ তুল্য রূপ, গুণ, যশ, ঐশ্বর্য্য ও বীর্য্যসম্পন্ন।"

বাল্যলীলা

বাল্যকালে রাম ও কৃষ্ণ গোবৎসের পুচ্ছ ধারণ করিয়া বেড়াইয়া বেড়াইতেন। তাঁহারা বৎসদিগকে মুক্ত করিয়া উহাদের মাতার সহিত সংযোগ ঘটাইয়া দিতেন। ভৎর্সনা করিলেও তাঁহারা ইহা হইতে বিরত হইতেন না বরং হাস্য করিতেন। কখনও বা অপহরণ করিয়া সুস্বাদু ননী, দুগ্ধ বা দধি ভক্ষণ করিতেন এবং বানরদিগকে উহার অংশ দিতেন। যদি হস্ত প্রসারণ করিয়া উচ্চে অবস্থিত কোন দ্রব্য না পাইতেন তাহা হইলে নানা কৌশলে তাহা হস্তগত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে চেষ্টা করিতেন। এই সকল কার্য্যে তাঁহারা অতিশয় দক্ষ ছিলেন। তাঁহাদের অঙ্গ স্বভাবতঃ সমুজ্জল, তাহাতে মণিমালা সংযুক্ত থাকায় অন্ধকার গৃহও আলোকিত হইত।

শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন

একদা যশোদা দুগ্ধ উত্তপ্ত করিবার জন্য কটাহে দুগ্ধ বসাইয়া দধি মন্থন করিতেছিলেন। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণের স্তন্যপানের অভিলাষ হইল। মাতা তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া সস্নেহে স্তন্যপান করাইতে লাগিলেন। এদিকে কটাহ হইতে দুগ্ধ উথলিয়া পড়িতে লাগিল। ইহাতে মাতা যশোদা তৎক্ষণাৎ ক্রোড় হইতে কৃষ্ণকে নামাইয়া দুগ্ধ অভিমুখে ধাবিত হইলেন। কৃষ্ণ স্তন্যপানে তৃপ্ত না হওয়াতে কুপিত হইয়া কপট ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং দন্ত দ্বারা ওষ্ঠ দংশন ও প্রস্তরদ্বারা দধিভাণ্ডসকল ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলেন। যশোদা দুগ্ধকটাহ নামাইয়া রাখিয়া ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন না, কেবল ভগ্ন দধিভাণ্ড সকল দেখিতে পাইলেন। গৃহান্তরে যাইয়া দেখিলেন, কৃষ্ণ উচ্চে রক্ষিত নবনীত নামাইয়া নিজে খাইতেছেন এবং বানরদিগকে উহার অংশ দিতেছেন। কৃষ্ণ মাতাকে দেখিয়া পলায়ন করিলেন। যশোদা ধাবিত হইয়া তাঁহাকে ধরিতে ও রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিতে ইচ্ছা করিলেন।

যাঁহার অভ্যন্তর ও বাহ্য, পূর্ব্ব ও পর বলিয়া কিছু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই—যিনি জগতের আদি, মধ্য ও অন্ত—যিনি জগন্ময় ও অব্যক্ত, সেই অধোক্ষজকে পুত্র মনে করিয়া যশোদা উদূখলের সহিত রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিতে প্রয়াস করিলেন! কিন্তু যে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিতেছিলেন, তাহা দুই অঙ্গুলি ন্যূন হইল। অবশেষে গৃহের সমস্ত রজ্জুদ্বারাও কৃষ্ণকে বন্ধন করা সম্ভব হইল না, প্রতিবারই দুই অঙ্গুলি ন্যূন হইল। তখন যশোদা বিস্মিত হইয়া "আমি বাঁধিব ও আমার দড়ি দ্বারা বাঁধিব" এইভাব হইতে মুক্ত হইলেন। মহাজ্ঞানী ব্যাসদেব এখানে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, 'আমি ও আমার' জ্ঞান থাকিলে কৃষ্ণলাভ সম্ভব নহে।

ভগবান ভক্তের বশীভূত। মাতাকে ঘর্ম্মাক্তকলেবরা দেখিয়া কৃষ্ণ বলিলেন—"এইবার বন্ধন কর্"। যশোদা যে প্রসাদ লাভ করিলেন, ব্রহ্মা, শিব বা লক্ষ্মী কেহই তাহা লাভ করেন নাই। অতএব ভক্তগণ যত সহজে কৃষ্ণকে লাভ করিতে পারেন, আত্মভূত জ্ঞানিগণ তত সহজে পারেন না।

"ভক্ত্যা মাং অভিজানাতি যাবান্ যশ্চামি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতেতৎ অনন্তরম্॥"

অর্থাৎ কেবল ভক্তগণই তাঁহাকে জানেন এবং অবশেষে তাঁহাতেই বিলীন হন।

যমলার্জ্জুন ভঞ্জন

নলকুবের ও মণিগ্রীব নামে কুবেরের দুই পুত্র ছিল। তাহারা সর্ব্বদা গর্ব্বিত ও মদমত্ত থাকিত। একদা কৈলাসের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন এক নদীতে তাহারা অপ্সরাগণের সহিত উলঙ্গ হইয়া জলক্রীড়া করিতেছিল। সহসা সেখানে দেবর্ষি নারদ উপস্থিত হইলে অপ্সরাগণ বস্ত্র পরিধান করিল, কিন্তু নলকুবের ও মণিগ্রীব নারদকে গ্রাহ্য করিল না। ইহাতে নারদ অভিসম্পাত করিলেন—"দরিদ্রের 'আমি ও আমার' ভাবে গর্ব্ব হয় না, তাহার ইন্দ্রিয় সকল নিরস থাকে এবং লোভ ও তৃষ্ণা থাকে না; সাধুগণ তাহার সহায় হন। ইহারা স্ত্রৈণ ও অজিতাত্মা, স্থাবর হইবার যোগ্য, অতএব বৃক্ষ হউক। একশত দিব্য বৎসর পরে বাসুদেবের সান্নিধ্য লাভ করিয়া পুনরায় স্বর্গে আসিয়া তদ্‌বিষয়িনী ভক্তি পাইবে। আমার প্রসাদে তাহাদের স্মৃতি বিনষ্ট হইবে না।" নলকুবের ও মণিগ্রীব অচিরেই অর্জ্জুন বৃক্ষে পরিণত হইয়া "যমলার্জ্জুন" নামে খ্যাত হইল।

একদিন যশোদা গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময় উদূখলের সহিত বদ্ধ কৃষ্ণ যমজ অর্জ্জুন বৃক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃক্ষের মূল উৎপাটিত করিলেন। বৃক্ষ হইতে অগ্নির ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় দুই সিদ্ধ পুরুষ বহির্গত হইয়া দিব্যকান্তিদ্বারা দিঙ্‌মণ্ডল আলোকিত করিলেন। গন্ধর্ব্বদ্বয় অখিললোচন শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া বিনয়নম্র বচনে বলিলেন—

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিস্তমাদ্যপুরুষঃ পরঃ।
ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রহ্মণা বিদুঃ॥
ত্বমেকঃ সর্ব্বভূতানাং দেহাস্বাত্মেন্দ্রিয়েশ্বরঃ।
ত্বমেব কালো ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয় ঈশ্বরঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
PRESENTED

ত্বং মহান্ প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা রজঃসত্ত্বতমোময়ী।
ত্বমেব পুরুষোধ্যক্ষঃ সর্ব্বক্ষেত্রবিকারচিৎ॥ ইত্যাদি

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, আপনি বালক নহেন। আপনি আদি শ্রেষ্ঠ পুরুষ—পরব্রহ্ম। ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই বিশ্ব আপনার রূপ। একমাত্র আপনিই সর্ব্বভূতের দেহ, আত্মা ও ইন্দ্রিয়। আপনি অব্যয়, ঈশ্বর, ভগবান, বিষ্ণু। আপনি কাল, আপনি মহান্, আপনি সত্ত্বরজঃতমোময়ী সূক্ষ্ম প্রকৃতি, পুরুষোত্তম, সর্ব্বক্ষেত্রের অধ্যক্ষ ও সর্ব্বস্বরূপ।

তাঁহারা অবশেষে বলিতে লাগিলেন—"হে প্রভু, নারদ ঋষির অনুগ্রহে আপনার দর্শনলাভ করিলাম। আমাদের বাক্য আপনার গুণকীর্ত্তনে, কর্ণ মহিমা শ্রবণে, করযুগল চরণ সেবায়, চিত্ত ঐ পাদচিন্তনে, মস্তক জগতের আবাস-ভূত আপনাকে প্রণামে এবং দৃষ্টি সাধু দর্শনে যেন নিযুক্ত থাকে।" ভগবান আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"নারদ শাপ প্রদান করিয়া তোমাদিগকে অধঃপতনরূপ অনুগ্রহ করিয়াছিলেন। আমার দর্শনে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইলে, স্বগৃহে গমন কর।" তাঁহারা ভগবানকে প্রদক্ষিণ করিয়া উত্তর দিকে যাত্রা করিলেন এবং পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন।

বৎসাসুর ও বকাসুর বধ

কৌমারকালে রাম ও কৃষ্ণ সাধারণ বালকের ন্যায় বয়স্যগণের সহিত ভ্রমণ করিতেন ও গোবৎস চারণ করিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাদের বিনাশ বাসনায় এক দানব গোবৎসরূপ ধারণ করিয়া গোবৎসগণের সহিত মিলিত হইল। কৃষ্ণ বলরামকে দেখাইয়া ঐ বৎসাসুরের পশ্চাৎপদদ্বয় ধারণ করিয়া শূন্যমার্গে উঠাইয়া এক বিল্ববৃক্ষের উপর নিক্ষেপ করিলে দুরাচার দানব হত হইল। তখন অপর বালকেরা সাধুবাদ করিয়া কৃষ্ণের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিল।

আর একদিন বলরাম ও কৃষ্ণ যমুনার তীরে রাখাল বালকগণের সহিত এক জলাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেখানে বজ্রভগ্ন গিরিকূটের ন্যায় এক বৃহৎ প্রাণী বকরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে বালকগণ ভয়ে অচেতন হইল। বক কৃষ্ণকে গ্রাস করিলে তিনি অগ্নির ন্যায় উহার গলদেশ দগ্ধ করাতে সে কৃষ্ণকে উদ্‌গীর্ণ করিয়া চঞ্চুদ্বারা আঘাত করিতে উদ্যত হইল। শ্রীকৃষ্ণ দুই হস্তে বকের চঞ্চুদ্বয় ধারণ করিয়া তৃণবৎ উহাকে বিদীর্ণ করিলেন, বকাসুর অগ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় দগ্ধ হইল।

অঘাসুর বধ

একদা বলরাম ও কৃষ্ণ রাখাল বালকগণের সহিত বন-ভোজনের উদ্দেশ্যে ফুল, ময়ুর পুচ্ছ, রাঙ্গ, প্রবাল ইত্যাদি দ্বারা ভূষিত হইয়া ব্রজধাম হইতে বহির্গত হইলেন। রাখালগণের কেহ গান, কেহ কূজন, কেহ বা বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উল্লম্ফন করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগিল। কেহ মরাল গমনে চলিল, কেহ বক হইয়া বসিয়া রহিল, আবার কেহ বা ময়ূরের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বনে বিচরণ করিতেছেন এমন সময় এক দানব বিরাট অজগররূপ ধারণ করিয়া মুখব্যাদান করতঃ পথিমধ্যে শয়ন করিয়া রহিল। এই দানব পূতনা ও বকাসুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল। সে শ্রীকৃষ্ণ-বধ মানসে রাখাল বালকগণ সহ শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করিল। শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়, যাহাতে বালকগণের অনিষ্ট না হয়, অথচ অঘাসুর হত হয়। তিনি আপন শরীর বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন, ফলে দানবের কণ্ঠরোধ হইল এবং তাহার লোচনদ্বয় অক্ষিকোটর হইতে বহির্গত হইল। তাহার প্রাণবায়ু ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে বহির্গত হইয়া শ্রীকৃষ্ণে বিলীন হইল। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ তাহার মুক্তিসাধন করিলেন।

ব্রহ্মের মোহনাশ

একদা শ্রীকৃষ্ণ বয়স্যগণ সহ যমুনার বালুকাতটে ভোজনে রত থাকিলে গোবৎসগণ তৃণলোভে বনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। ভোজনান্তে রাখালগণ গোবৎসগুলিকে খুঁজিয়া না পাইয়া অধীর হইলে শ্রীকৃষ্ণ উহাদের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন।

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অঘাসুরবধ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি ভগবৎ মহিমা দর্শন মানসে সেখানে আগমন করিয়া গোবৎস ও রাখাল বালকদিগকে গুপ্ত স্থানে রক্ষা করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তর্হিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ সকলই প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করিলেন। তিনি রাখাল বালকগণের জননী ও ব্রহ্মার সন্তোষ বিধানের জন্য গোবৎস ও রাখাল বালকগণের রূপ ধারণ করিলেন—গোগণের যেরূপ আকৃতি ছিল এবং বালকগণের যেরূপ আকৃতি ও বেশ ভূষা ছিল সেইরূপে প্রকাশ পাইলেন।

"সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং গিরোঙ্গবদজঃ সর্ব্বস্বরূপ বভৌ।"

অর্থাৎ বাসুদেবময় জগৎ এবং সর্ব্বরূপে যে তিনিই বিরাজমান এই প্রসিদ্ধ বাক্য নিজেই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে প্রযোজকরূপে ব্রজে প্রবেশ করিয়া বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠে ও রাখাল বালকগণের গৃহে গমন করিলেন। বালকগণের মাতাগণ পুত্রবোধে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল। যখন যে ক্রীড়া, তিনি তাহাই করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্বত্র তাঁহার প্রতি স্নেহ বৃদ্ধি পাইল। এইরূপে তিনি এক বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

এদিকে একদিন ব্রহ্মা আসিয়া দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বের ন্যায় অনুচরগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। যে গোবৎস ও রাখাল বালকদিগকে তিনি লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন, সেগুলির সহিত বর্ত্তমানগুলির কোন পার্থক্য তিনি দেখিতে পাইলেন না। তিনি বুঝিলেন মোহশূন্য বিশ্বমোহন বিষ্ণুকে মোহিত করিতে আসিয়া তিনি নিজেই মোহিত হইয়াছেন। ব্রহ্মা আরও দেখিলেন, গোবৎসগণ ও বালকগণ সকলেই শ্যাম-বর্ণ-সকলেরই পরিধানে পীতবসন, সকলেই চতুর্ভুজ—হস্তে শঙ্খ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চক্র-গদা-পদ্ম, মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, গলদেশে হার ও বনমালা, বাহুতে অঙ্গদ ও কঙ্কন, চরণে নূপুর, কণ্ঠে কণ্ঠীসূত্র এবং অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়ক। তাহাদের হাস্য ধবল, অরুণ বর্ণ তাহাদের কটাক্ষ। ইহা দেখিয়া ব্রহ্মা হংসপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইলেন এবং "একি, একি" বলিয়া সংজ্ঞাহীন হইলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মায়াবরণ তুলিয়া লইলেন, ব্রহ্মার বহির্দৃষ্টি ফিরিয়া আসিল। চতুরানন ব্রহ্মা চারি মুকুটের অগ্রভাগদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পদযুগলে প্রণাম ও আনন্দাশ্রুদ্বারা তাঁহার অভিষেক করিলেন। পরে কৃতাঞ্জলিপুটে ও সংযতচিত্ত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন:—

"তৌমিড্য তেঽপ্রবদ্যুষে তড়িদম্বরায়।
গুঞ্জাবতং সপরিপিচ্ছল সন্মুখায়॥
বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণু।
লক্ষ্মীশ্রীয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়॥ ইত্যাদি—

অর্থাৎ হে স্তবনীয়, আপনাকে প্রসন্ন করিবার জন্য আপনার স্তব করি। আপনার শরীর নবনীরদের ন্যায় শ্যামবর্ণ, বসন বিদ্যুৎসদৃস পীতবর্ণ, গুঞ্জার আপনার কর্ণ-ভূষণ, ময়ূরপুচ্ছ শিরোভূষণ, বদন অতীব শোভাময়, গলদেশে বনমালা, প্রাস, বেত্র, শৃঙ্গ, বেণু ইত্যাদি দ্বারা আপনার শোভা বৃদ্ধি পাইয়াছে, আপনি গোপরাজ নন্দের অঙ্গজ।

হে ঈশ্বর, আমার দুর্ব্বলতা দর্শন করুন। আপনি অনাদি ও অনন্ত, পরমাত্মা ও জীবগণের বিমোহক। আমি মূঢ়, সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হেতু আপনাতে মায়া বিস্তার করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। অগ্নিশিখা যেরূপ অগ্নি হইতে স্বতন্ত্র নহে, আমিও সেইরূপ আপনা হইতে স্বতন্ত্র নহি ; আমাকে ক্ষমা করুন।

যাঁহারা ভক্তিমার্গ ত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞান লাভের জন্য যত্ন করেন, তাঁহাদের ক্লেশ স্বীকার বৃথা হয়। রজোগুণ হইতে আমার উৎপত্তি, ভৃত্য জ্ঞানে আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আপনি অনাদি, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, পুরুষোত্তম। আপনি পরিপূর্ণ, অক্ষয়, অবিনাশী ও জ্যোতিস্বরূপ। এইরূপে স্তব করিয়া ব্রহ্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তিনবার প্রণাম করিলেন। পঞ্চম বর্ষ বয়সে শ্রীকৃষ্ণ ইহা সম্পাদন করেন।

ফল-বিক্রেতা

একদিন এক ফলবিক্রেতা "ফল চাই, ফল চাই" বলিয়া পথ দিয়া যাইতেছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একমুষ্টি ধান্য লইয়া ইহার পরিবর্ত্তে ফল চাহিলেন। সে তাঁহার দুই হস্ত পূর্ণ করিয়া ফল দিল। সে ধান্যগুলি ঝুড়ির ভিতর রাখিবামাত্র বিস্ময়ের সহিত দেখিল যে, উহা মণিমাণিক্যে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

ধেনুকাসুর বধ

শ্রীকৃষ্ণ ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। একদিন রাখাল বালকগণের সহিত এক বনে প্রবেশ করিলে তাহারা জানাইল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে, নিকটেই এক তালবন আছে এবং সুমিষ্ট তাল সকল প্রত্যহ ভূমিতে পড়িয়া থাকে। কিন্তু দুরাত্মা ধেনুকাসুর গর্দ্দভরূপ ধারণ করিয়া সেই বনে বাস করে এবং যে কেহ সেই তাল ভক্ষণ করিতে যায় তাহাকেই বধ করে। শ্রীকৃষ্ণ ইহা শুনিয়া তথায় গমন করিলেন এবং তালবৃক্ষ কম্পিত করিয়া তাল পাতিত করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই দানব মেদিনী কম্পিত করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং বলরামের বক্ষদেশে পশ্চাৎপদদ্বারা আঘাত করিল। বলরাম তাহার পদদ্বয় ধারণ করিয়া তালবৃক্ষে আঘাত করিয়া দুরাত্মাকে বধ করিলেন। তখন দানবের জ্ঞাতিবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে আক্রমণ করিলে তাঁহারা সকলকে অবলীলাক্রমে বধ করিলেন। অসংখ্য দৈত্য হত হইল, দেবতারা তাঁহাদের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন, এবং তালবন সকলের অনায়াসগম্য হইল।

কালিয়-দমন

রমণক দ্বীপে সর্পগণ বাস করিত এবং গরুড় প্রত্যহ সেখানে সর্প ভক্ষণ করিতে যাইত। সর্পকুল নির্ম্মূল হইবার সম্ভাবনায় সর্পগণ এই নিয়ম করিল যে, প্রতি পর্ব্বদিনে নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষতলে একটি সর্প যাইবে এবং গরুড় তাহাকে আহার করিবে। এক অমাবস্যার দিনে কদ্রুর পুত্র কালিয়ের পালা আসিল। সে অতিশয় বলবান ও সাহসী ছিল। তাহার সহস্র ফণা, তাহার ভিতর একশত প্রধান। বিষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও দর্পে বলবান কালিয় নাগ গরুড়ের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। গরুড় পাখার আঘাত দ্বারা কালিয়কে বহুদূরে নিক্ষেপ করিলে সে ভীত হইয়া বৃন্দাবনের এক হ্রদ মধ্যে লুক্কায়িত হইল। সে জানিত, সে স্থান গরুড়ের অগম্য। একদিন গরুড় সেই হ্রদে মৎস্য ভক্ষণ করিতে আসিলে মৎস্যগণ জলমগ্ন সৌভরী মুনির শরণাপন্ন হইল। মুনি গরুড়কে সেস্থানে মৎস্য ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু সে বিষ্ণুর বাহন বলিয়া তাঁহার নিষেধ অগ্রাহ্য করিল। তখন মুনি অভিসম্পাতের ভয় দেখাইয়া গরুড়কে সেস্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন।

কালিয় নাগ সপরিবারে কালিন্দীর সেই হ্রদ মধ্যে বাস করিতে লাগিল। তাহার তীব্র বিষের জন্য কেহ সেই হ্রদের জল স্পর্শ করিতে পারিত না, এমনকি সেই হ্রদের উপর দিয়া পক্ষীকুল উড়িয়া গেলে হ্রদে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিত।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, তাঁহার সহচর রাখাল বালকগণ সেই হ্রদের জল পান করিয়া অচেতন হইয়া পড়িয়াছে। তিনি করুণাদৃষ্টিদ্বারা তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিলেন এবং এক কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করিয়া কালিন্দীর জলে ঝম্প প্রদান করিলেন। কালিয় নাগ তৎক্ষণাৎ তাঁহার বক্ষস্থলে দংশন করিয়া পুচ্ছদ্বারা তাঁহাকে বেষ্টন করিল। তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া রাখাল বালকগণ বিলাপ করিতে লাগিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাদের বিলাপে আকৃষ্ট হইয়া গোপ ও গোপীগণ এবং নন্দ সেখানে উপস্থিত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। এদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ শরীর বর্দ্ধিত করাতে কালিয় নাগ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিল। তখন অখিল কলার আদিগুরু শ্রীকৃষ্ণ উহার মস্তকে আরোহণ পূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। নাগের নাসিকা ও মুখ হইতে রুধির নির্গত হইতে লাগিল। তখন সে চরাচরের পরম পুরুষ নারায়ণের শরণাপন্ন হইল। তাহার পত্নীগণ ভগবানকে জানাইল :—

"কস্যানুভাবোস্য ন দেব বিদ্মহে।
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ॥" ইত্যাদি—

অর্থাৎ হে হরি, ইনি পূর্ব্বজন্মে অভিমানশূন্য হইয়া ও অপরের সম্মান বিধান করিয়া কত না তপস্যা করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বলোকের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিয়া কত না ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছিলেন যে, সর্ব্বজীবের জীবনদাতা আপনি প্রসন্ন হইয়া ইহাকে আপনার চরণরেণু মস্তকে ধারণ করিতে ও চরণ স্পর্শ করিতে অধিকার দান করিয়াছেন। কমলাবাঞ্ছিত আপনার পদরজঃ সার্ব্বভৌমত্ব, পৃথিবীর আধিপত্য অথবা ব্রহ্মপদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। সংসারচক্রে আবদ্ধ জীব আপনার শরণাগত হইলে ইহা লাভ করে। এই ব্যক্তি অতি মূঢ়, আপনার ভৃত্য, ইহাকে ক্ষমা করুন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান বলিলেন—হে সর্প, তুমি এখানে থাকিতে পারিবে না। সপরিবারে সাগরে রমণক নামক দ্বীপে যাইয়া বাস কর। তোমার মস্তকে আমার পদচিহ্ন অঙ্কিত রহিল। গরুড় হইতে তোমার আর ভয় নাই।

ইহা শুনিয়া কালীয় নাগ ধীরে ধীরে চেতনাশক্তি ফিরিয়া পাইল। পুনর্জীবন লাভ করিয়া সে সপরিবারে রমণক দ্বীপে গমন করিল। এই দণ্ডবিধান যে স্মরণ ও পাঠ করে, তাহার সর্পভয় থাকে না।

দাবাগ্নি-মোচন

একদা রাখালগণ ক্রীড়াসক্ত হওয়াতে গাভীগণ তৃণলোভে বনান্তরে প্রবেশ করিয়াছিল। রাখালগণ গাভীর অনুসরণে সেখানে গেলে ভীষণ দাবাগ্নিতে পরিবেষ্টিত হইয়া কৃষ্ণ-বলরামকে সকাতরে ডাকিতে লাগিল :—

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবীর হে রামামিতবিক্রমঃ।
দাবাগ্নিনা দহ্যমানান্ প্রপন্নাংস্ত্রাতুমর্হথঃ॥"

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, হে রাম, আমরা দাবাগ্নিদগ্ধ হইয়া কাতর হইয়াছি। আমাদিগকে তোমাদের রক্ষা করা উচিত। আমরা তোমাদের শরণাপন্ন হইলাম। ভগবান এইরূপ কাতর বাক্য শুনিয়া বলিলেন—"ভয় নাই, চক্ষু মুদ্রিত কর।" তাহারা চক্ষু মুদ্রিত করিলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মুখব্যাদান করিয়া দাবাগ্নি পান করিলেন। অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল, সকলেই বিস্মিত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রলম্ব বধ

একদা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম রাখাল বালকগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন। এমন সময় প্রলম্ব অসুর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে অপহরণ করিবার মানসে সখাভাবে তাঁহাদের দলে আসিয়া মিশিল। ভগবান জানিতে পারিয়া বলিলেন—"আইস, আমরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া ক্রীড়া করি।" তদনুসারে একদল শ্রীকৃষ্ণের ও অপর দল বলরামের হইল এবং সর্ত্ত হইল, যে দল পরাজিত হইবে সেই দল অপর দলের প্রত্যেককে বহন করিয়া এক নির্দ্দিষ্ট স্থান পর্য্যন্ত যাইবে। প্রলম্ব শ্রীকৃষ্ণের দলে পড়িল এবং সেই দল পরাজিত হইল। ক্রীড়ার সর্ত্তানুসারে প্রলম্বাসুরের বলরামকে বহন করিতে হইল। কিন্তু সে বলরামকে বহন করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানের দিকে না যাইয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করে। তাহাতে বলরাম তাহার মস্তকে মুষ্টির আঘাত করিলে সে দানবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রাণত্যাগ করে।

গোপীকাগণের গীতি

শরৎ সমাগমে জল স্বচ্ছ ও সমীরণ সুস্নিগ্ধ হইল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপ ও গোগণকে লইয়া বনে প্রবেশ করিয়া বংশীবাদন করিতে লাগিলেন। সেই বংশীরব শুনিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপীগণের মনোভাব হইল, যেন নটবর শ্রীনন্দ-নন্দন অধরসুধায় বেণুরন্ধ্র পূর্ণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিতেছেন। তাহারা বলিতে লাগিল—"এই বংশী কি অনির্ব্বচনীয় পুণ্য করিয়াছিল যে, শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধা পান করিতেছে।" সেই বংশীরব শুনিয়া বৃক্ষসকল পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল, ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করিতে লাগিল, হরিণীগণ প্রণয়দৃষ্টিদ্বারা পূজা করিতে লাগিল এবং গাভীগণ চক্ষুদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে দণ্ডায়মান রহিল। পক্ষিগণ মুদ্রিতনয়নে শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব শুনিতে লাগিল, নদীর বেগ মন্দীভূত হইল, গোবর্দ্ধনগিরি পানীয় জল ও পুষ্পদ্বারা পূজা করিল, বৃক্ষসকল পুলকিত হইল এবং গোপীগণ তন্ময় হইল।

বস্ত্র-হরণ

হেমন্তকালে ব্রজের কুমারীগণ কাত্যায়নীব্রত আরম্ভ করিল। তাহারা অরুণোদয়ে নদীতে স্নান করিয়া বালুকাময়ী প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া ফলমূলদ্বারা কাত্যায়নীর পূজা করিল এবং প্রার্থনা করিল—"হে কাত্যায়নী, আপনি নন্দ-গোপের পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের স্বামী করিয়া দিন। আপনাকে প্রণাম করি।" এই উদ্দেশ্যে কুমারীগণ ভদ্রকালীরও পূজা করিত ও শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাদের অভিলাষ অবগত হইয়া একদিন তাহাদের জল-ক্রীড়াকালে নদীতীরে উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদের বস্ত্রগুলি অপহরণ করিয়া নিকটবর্ত্তী কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন। কুমারীগণ কাতরভাবে বস্ত্র প্রার্থনা করিলে বলিলেন—"হে অবলাগণ, তোমরা স্বচ্ছন্দে এখানে আসিয়া নিজ নিজ বস্ত্র গ্রহণ করিতে পার—তোমাদের ব্রত পালন সার্থক হইয়াছে।" গোপীগণ বলিল—"হে কৃষ্ণ, অন্যায় করিও না; আমরা তোমার দাসী, যাহা আজ্ঞা করিবে তাহাই করিব।" ভগবান তদুত্তরে বলিলেন—"যদি আমার দাসী হও, এখানে আসিয়া বস্ত্র গ্রহণ কর। বৃদ্ধ রাজা রাগ করিয়া কি করিবেন? মস্তকে অঞ্জলি ধারণ পূর্ব্বক আমাকে নমস্কার কর।" ইহা শুনিয়া গোপীগণ তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। ভগবান পুনরায় বলিলেন—"যাহাদের চিত্ত আমাতে নিবিষ্ট, তাহাদের বাসনাকে পুনর্ব্বার ফলভোগ করিতে হয় না। ভর্জ্জিত ও পক্ক বীজে অঙ্কুর জন্মে না। হে অবলাগণ তোমরা গৃহে গমন কর, তোমরা সিদ্ধিলাভ করিয়াছ। আগামী শরৎকালে পূর্ণিমা রজনীতে আমার সহিত বিহার করিতে পারিবে।" কুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন করিল এবং তাঁহার পাদপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে ব্রজে প্রত্যাগমন করিল।

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের পূজাগ্রহণ

একদিন বনে বিহার করিতে করিতে গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণকে জানাইল যে, তাহারা ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছে। ভগবান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন—"এখানেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ স্বর্গার্থে যজ্ঞ করিতেছেন, তোমরা সেখানে গিয়া বলিও যে, শ্রীকৃষ্ণ বলরাম অন্ন যাচ্ঞা করিতেছেন। তদনুসারে রাখাল বালকগণ ব্রাহ্মণগণের নিকট অন্ন প্রার্থনা করিলে, তাঁহারা তাহা শুনিয়াও শুনিলেন না। গোপগণ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত জানাইল। শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"তোমরা পুনরায় যাইয়া দ্বিজপত্নীদিগের নিকট প্রার্থনা জানাও।" তাহারা তাহাই করিল। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ হেতু দ্বিজপত্নীগণ পিতা, ভ্রাতা, জ্ঞাতি ও বন্ধুগণের নিষেধ সত্ত্বেও নানাবিধ অন্নব্যঞ্জনাদি লইয়া যমুনাতীরে উপস্থিত হইল। তাহারা আসিয়া দেখিল—

"শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ
ধাতুপ্রবালনটবেশবেণুবতাংসে।
বিন্যস্তহস্তবিতরেণ ধুনানমব্জং
কর্ণোৎপলালক কপোলমুখাব্জহাসম্॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ শ্যাম, পরিধানে পীত বস্ত্র, গলে বনমালা, বেশ ময়ূরপুচ্ছ, প্রবাল, ধাতু ইত্যাদিদ্বারা রচিত। এক হস্তে তিনি লীলাকমল ধারণ করিয়াছেন, অপর হস্ত অনুচরগণের স্কন্ধে স্থাপিত। তাঁহার মুখপদ্ম হাস্যযুক্ত। ভগবান দ্বিজপত্নীদিগকে বলিলেন—"সুখে আগমন হইল ত? তোমরা বিবেকী আত্মা, ফলবাঞ্ছা বিরহিত হইয়া আমার দর্শন আকাঙ্ক্ষায় আসিয়াছ। তোমাদের আগমন সার্থক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছে, এখন গৃহে ফিরিয়া স্বামী পুত্রের সহিত যজ্ঞ কর।" ব্রাহ্মণপত্নীগণ বলিলেন—"আমরা আমাদের বন্ধুগণের আদেশ অবজ্ঞা করিয়া আপনার পদমূলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমাদের অন্য গতি না হয়, আপনি তাহাই করুন।" ভগবান উত্তরে বলিলেন— "পতি, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি তোমাদিগকে দোষী মনে করিবেন না। তোমরা আমাতে মন সমর্পণ করিয়াছ, অতএব আমাকে প্রাপ্ত হইবে। আমার নামাদি শ্রবণ, দর্শন, চিন্তন ও গুণানুকীর্ত্তনেই আমার প্রতি তোমাদের প্রেম জন্মিবে; আমার নিকটে থাকিলে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই।" ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণপত্নীগণ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া যজ্ঞ সমাপন করিলেন।

অপরদিকে ব্রাহ্মণগণ নররূপী নারায়ণের অনুরোধ রক্ষা না করায় নিজদিগকে অপরাধী মনে করিলেন। স্ত্রীলোকের জন্য উপনয়ন, গুরুকুলে বাস, তপস্যা, আচার, সন্ধ্যা বন্দনা প্রভৃতি কিছুই প্রতিপাদ্য নাই, তথাপি কেবল শ্রীকৃষ্ণে অচলা ভক্তি হেতু তাহারা তাঁহার দর্শনলাভ করিল। ইহাতে ব্রাহ্মণগণ নিজদিগকে মূঢ় মনে করিলেন; কারণ তাঁহারা নিরস কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহারা আরও বুঝিলেন যে, ইহা শ্রীকৃষ্ণের মায়ার প্রভাবেরই ফল। পরিশেষে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণদর্শন মানসে ব্রজে গমন করিতে অভিলাষ করিলেন, কিন্তু দুরাচার কংসের ভয়ে তাহা করিতে সাহসী হইলেন না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের দর্শন অভিলাষ তাহাদের অপূর্ণই রহিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দ্র-যজ্ঞ ভঙ্গ

একদা নন্দ প্রভৃতি গোপগণ ইন্দ্র-যজ্ঞ করিতে অভিলাষী হইলে কৃষ্ণ পিতাকে বলিলেন—"আপনারা কাহার উদ্দেশ্যে ও কিসের দ্বারা এই যজ্ঞ করাইতেছেন এবং ইহার কি ফল? মনুষ্যেরা কেহ জানিয়া কেহ বা না জানিয়া কর্ম্ম করেন। যিনি জ্ঞানবশতঃ করেন, তাহারই কর্ম্ম সুসিদ্ধ হয়। আপনারা শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞ করিতেছেন, না লোকাচার বশতঃ করিতেছেন?" নন্দ উত্তর করিলেন—"বৎস, দেবরাজ ইন্দ্র পর্জ্জন্যরূপী মেঘ সকলের প্রিয়তম মূর্ত্তি। তিনি প্রীতি-সাধক ও প্রাণপ্রদ বর্ষার সলিল বর্ষণ করেন। মনুষ্য ইহার দ্বারা জীবন ধারণ করে।" শ্রীকৃষ্ণ তদুত্তরে বলিলেন—"মনুষ্য কর্ম্মবশে সুখ দুঃখ, ভয় ও মঙ্গল ভোগ করিয়া থাকে। কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বর, আমাদের তাঁহারই ভজনা করা উচিত। যে কর্ম্ম করে না, ভগবান তাহাকে ফলদান করেন না। অতএব ইন্দ্রের প্রয়োজন কি? জীব কর্ম্মবশে উচ্চনীচ বর্ণে জন্মগ্রহণ করিয়া ৮৪লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া থাকে, সুতরাং কর্ম্মই ঈশ্বর। অপর দেবতার পূজা করিয়া লাভ কি? ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন, ক্ষত্রিয় পৃথিবী শাসন, বৈশ্য বাণিজ্য এবং শূদ্র ব্রাহ্মণ সেবাদ্বারা কর্ত্তব্য পালন করিবে। আমরা বনবাসী, সুতরাং আমাদের গো, ব্রাহ্মণ ও পর্ব্বতের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা উচিত। আমাদের দুগ্ধের সেবা করা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উচিত।?" দেবরাজ ইন্দ্রের দর্পচূর্ণের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিলেন, নন্দ ও গোপগণ তাহাই করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃহদাকার ধারণ করিয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে দেখা দিলেন।

গোবর্দ্ধন-ধারণ

ইন্দ্র-যজ্ঞ ভঙ্গ হইলে দেবরাজ ইন্দ্র গোপগণের প্রতি কুপিত হইলেন। তিনিই ইশ্বর, তাঁহার এই গর্ব্ব ছিল। কৃষ্ণ সামান্য মনুষ্য, গোপগণ তাঁহাকেই অবলম্বন করিলে ইন্দ্র ঐরাবতে আরোহণ করিয়া সংবর্ত্তক নামক প্রলয়কারী মেঘদ্বারা সাতদিন ব্যাপিয়া বর্ষণ ও শিলাবৃষ্টি করাইলেন। সমস্ত গোকুল প্লাবিত হইল, তখন গোপগণ নিরুপায় হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিল—

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ ত্বনাথং গোকুলং প্রভো।
ত্রাতুমর্হসি দেবান্নঃ কুপিতা ভক্তবৎসল॥"

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, হে মহাভাগ, তুমিই গোকুলের নাথ। হে ভক্তবৎসল, আমাদিগকে কুপিত ইন্দ্র হইতে রক্ষা কর।

এই প্রার্থনা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ অবলীলাক্রমে ছত্রের ন্যায় গোবর্দ্ধনগিরি স্বীয় হস্তে ধারণ করিলেন এবং গোপগণকে গোগণসহ উহার নিম্নে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলিলেন। ইহা দর্শন করিয়া ইন্দ্র নিজ দর্প ও অভিমান ত্যাগ করিয়া মেঘসকলকে বিরত হইতে বলিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের আদেশে গোপগণ আশ্রয়স্থল হইতে বাহির হইয়া আসিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দ্র ও সুরভি শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণত হইয়া বলিলেন—"আমার ন্যায় অজ্ঞ ব্যক্তি আপনাকে অবজ্ঞা করিয়াছে, আপনার ক্ষমা করা কর্ত্তব্য।" ভগবান উত্তরে বলিলেন—"যাহারা ঐশ্বর্য্য ও বলমদে মত্ত, আমি তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবার জন্য তাহাদের ধন ও বল হরণ করিয়া থাকি। তুমি বিচার করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করিও।" স্বর্গের কামধেনু সুরভি শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিলেন ও বলিলেন—"আপনি গোবিন্দ অর্থাৎ গোধনের রক্ষক। আপনি গো, ব্রাহ্মণ ও দেবগণের হিত করিয়া থাকেন। আপনি বিশুদ্ধ জ্ঞানমূর্ত্তি, সর্ব্বস্বরূপ, সর্ব্বাতীত ও সর্ব্বভূতে বিরাজমান।" তদনন্তর রোহিণী, যশোদা, নন্দ ও গোপগণ শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন; দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সকলে সমবেত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক সম্পন্ন করিলেন।

বরুণালয় হইতে নন্দের মোচন

একদা গোপরাজ নন্দ একাদশীর উপবাসান্তে দ্বাত্রিতে কালিন্দীর জলে স্নান করিবার সময় বরুণের ভৃত্য কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া বরুণের নিকট নীত হন। এদিকে নন্দকে না পাইয়া সকলে শ্রীকৃষ্ণকে ইহা জানাইল। ভগবান ধ্যানবলে সমস্তই জানিতে পারিলেন এবং বরুণের নিকট গমন করিলেন। তখন বরুণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"হে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভো, আমার অনুচর ভুলক্রমে আপনার পিতাকে আনয়ন করিয়াছে, আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার পিতাকে লইয়া যান। আপনার পিতাকে আনয়নের ফলে আপনার দর্শনলাভ করিয়া আমি ধন্য হইলাম।"

প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নন্দ সকলকে বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর ব্যতীত অপর কেহ নহেন। ইহাতে গোপগণ শ্রীকৃষ্ণকে স্বর্গ দেখাইবার অনুরোধ জানাইলে তিনি যমুনার ব্রহ্মহ্রদে সকলকে লইয়া গিয়া অবগাহন করিতে বলিলেন। তাহারা তাহাই করিলে পর দেখিল, প্রকৃতির পরপারে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আবাসস্থল বৈকুণ্ঠে বিরাজ করিতেছেন, আর মুনিঋষিগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন। ইহা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল।

রাসবিহার আরম্ভ

গোপকুমারীগণের নিকট ভগবান প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, শরৎ-পূর্ণিমাতে তিনি তাহাদের সহিত বিহার করিবেন। শশধর অখণ্ডমণ্ডল, অরুণবর্ণ ও স্নিগ্ধ হইলে শ্রীকৃষ্ণ মধুর মুরলীধ্বনি করিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া ব্রজনারীগণ দলে দলে পতি, পুত্র, পিতা ও জ্ঞাতিগণকে না জানাইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল। কেহ গোদোহন পরিত্যাগ করিয়া, কেহ শিশুর স্তন্যপান বন্ধ করিয়া, কেহ বা স্বামীসেবায় বিরত হইয়া, আবার কেহ বা ভোজন পরিত্যাগ করিয়া সেখানে ছুটিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিল। তাহারা অনুলেপন, গাত্রমার্জ্জন, নয়নে অঞ্জনদান ও অলঙ্কার পরিধানেরও অবসর পাইল না—কাহারও নিষেধও মানিল না। শ্রীকৃষ্ণে তাহাদের চিত্ত অপহৃত ও মোহিত হইয়াছিল। যাহারা কোন কারণে গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারিল না, তাহারা চিন্তাদ্বারা অশেষ কর্ম্ম-ক্ষয় হওয়ার ফলে সূক্ষ্মদেহে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিল। ব্রজনারীগণ তাঁহাকে পরমব্রহ্ম জ্ঞান করিল। তাহারা জানিত যে তিনি অপ্রমেয়, অব্যয়, নির্গুণ ও সর্ব্বগুণের নিয়ন্তা—কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ ও ভক্তি, ইহার যে কোন একটির সাধনাদ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায়। গোপীগণ কৃষ্ণ-সকাশে আগমন করিলে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন—"হে মহাভাগাগণ, তোমাদের সুখে আগমন হইল ত? তোমাদের কি ইষ্টসাধন আমি করিব? ঘোর রজনী, ভয়ঙ্কর প্রাণীসকল ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, স্বজনগণ তোমাদিগকে অন্বেষণ করিতেছে, সুতরাং তোমরা ব্রজে ফিরিয়া যাও।" গোপীগণ বাক্যব্যয় না করিয়া প্রণয়কোপ প্রকাশ করিল। ইহাতে ভগবান বলিলেন—"তোমরা কুসুমিত কানন, পূর্ণিমার চন্দ্র ও যমুনার জল দেখিয়াছ, এখন গৃহে গমন কর। পতির সেবাই সতীর ধর্ম্ম। গোবৎস ও শিশুগণ তোমাদের জন্য রোদন করিতেছে। যদি আমাতে অনুরক্তা হইয়া থাক তাহাতে দোষ নাই, কারণ সর্ব্বজীবই আমাতে অনুরক্ত। আমার নাম শ্রবণ, রূপ ধ্যান ও গুণকীর্ত্তনেই তোমাদের প্রতি আমার প্রীতি জন্মিবে।" গোবিন্দের এই বাক্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনিয়া গোপীগণ বলিল—"আমরা সমস্ত বিষয় বৈভব পরিত্যাগ করিয়া আপনার পাদপদ্মের ভজনা করি। হে আদি-পুরুষ, মুমুক্ষু নারীগণকে গ্রহণ করুন, আপনাকে সেবা করিলেই পতিপুত্রের সেবা করা হইবে। পতিপুত্র দুঃখদায়ক, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন, আমরা বিরহানলে দগ্ধ, আমাদিগকে আপনার দাসী হইতে অনুমতি দান করুন।"

ভগবান গোপীগণের এই কাতর উক্তি শুনিয়া তাহাদের সহিত ক্রীড়া করিতে সম্মত হইলেন। তখন তারকাবেষ্টিত শশধরের ন্যায় তিনি তাহাদের মধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন। অনাসক্ত ভগবানের নিকট হইতে এইরূপ সমাদর লাভ করিয়া গোপীগণ নিজদিগকে পৃথিবীতে নারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা মনে করিতে লাগিল। ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া তাহাদের দর্প ও অভিমান চূর্ণ করিবার জন্য অচ্যুত তাহাদের মধ্য হইতে অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধান করিলেন।

বিরহ-সন্তপ্তা গোপীগণের বনে বনে শ্রীকৃষ্ণ-অন্বেষণ

ভগবান অকস্মাৎ তাহাদের মধ্য হইতে অন্তর্দ্ধান করিলে গোপীগণ ব্যাকুল ও কাতর হইল। তাহারা ভগবানের মতি, অনুরাগ, হাস্য, বিভ্রমদৃষ্টি ও মনোরম আলাপের বিষয় ভাবিতে লাগিল এবং তাঁহার বিবিধ আচরণ অনুকরণ করিতে লাগিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ-চিন্তা করিতে করিতে তাহারা কৃষ্ণাত্মিকা হইল এবং "আমিই কৃষ্ণ" এই ভাব তাহাদের মনে জন্মিল। তাহারা উচ্চৈঃস্বরে উন্মত্তের ন্যায় হাস্য, গান, অনুসরণ ও অন্বেষণ করিতে লাগিল। যিনি আকাশের ন্যায় জীবের বাহ্য ও অভ্যন্তর ব্যাপিয়া অবস্থিত সেই পরম পুরুষের কথা তাহারা বনস্পতিদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—"হে অশ্বত্থ, শ্রীনন্দনন্দন আমাদের চিত্ত অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন, তোমরা কি তাঁহাকে দেখিয়াছ? হে তুলসী, হে গোবিন্দপ্রিয়ে, হে মল্লিকে, তোমরা কি মাধবকে দেখিয়াছ? হে আম্র, হে পৃথিবী, গোবিন্দ কোথায় গিয়াছেন জান কি?"

গোপনারীগণের কেহ পূতনা সাজিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্যপানের অভিনয় করিতে লাগিল, কেহ শকট হইয়া পদদ্বারা অপরকে আঘাত করিল। অন্যত্র দুই রমনী কৃষ্ণ ও বলরাম সাজিল, আবার কেহ বা বৎসাসুর সাজিলে অপর কেহ তাহাকে নিহত করিবার ভাণ করিল। এইভাবে তাহারা শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা অনুকরণ করিতে লাগিল। অবশেষে কিয়দ্দূরে শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজবজ্রাদি চিহ্ন ও পদরেণু দেখিয়া তাহারা বলিল—"ব্রহ্মা, শিব ও লক্ষ্মী এই পদরেণু মস্তকে ধারণ করেন, আইস আমরাও তাহাই করি।"

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য গোপীগণকে পরিত্যাগ করিয়া এক কামিনীকে লইয়া বনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেই গোপী স্বীয় সৌভাগ্যে গর্ব্বিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিল—"আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর পথ চলিতে পারি না, আমাকে বহন করিয়া লইয়া চল।" কেশব তাহাকে তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করিতে বলিলেন। রমণী আরোহণে উদ্যতা হইবামাত্র তিনি অন্তর্হিত হইলেন। তখন সে বিলাপ করিতে লাগিল।

এদিকে জ্যোৎস্নাপূর্ণ আকাশতলে গোপনারীগণ প্রতিমুহূর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহারা সকাতরে বলিতে লাগিল—"হে কৃষ্ণ, তোমাকে ধারণ করিয়া ব্রজ-মণ্ডল ধন্য হইয়াছে। তুমি আমাদের নয়নপথে আবির্ভূত হও, আমরা তোমার কিঙ্করী, তুমি আমাদিগকে কালিয়া হ্রদের বিষাক্ত জল হইতে ও অঘাসুরাদির অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছ। তুমি কেবল যশোদা-নন্দন নহ, তুমি জীবমাত্রেরই আশ্রয়স্থল—তুমি জীবের বুদ্ধির সাক্ষী। তুমি আসিয়া আমাদের অভিলাষ পূর্ণ কর। যাঁহারা পূর্ব্বজন্মে বহু দান ধ্যান করিয়াছেন তাঁহারা তোমার নাম, গুণ ও লীলা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।"

গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের সান্ত্বনা

গোপীগণ সুমধুরস্বরে বিলাপ করিতে থাকিলে পীতাম্বর বনমালী তাহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার পুনর্দর্শনে গোপীগণ পুনর্জ্জন্ম লাভ করিল এবং বলিতে লাগিল—"হে কৃষ্ণ, কেহ কাহাকেও ভজনা করিলে সে ফিরিয়া তাহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভজনা করিয়া থাকে। কেহ কেহ ইহার বিপরীতাচরণ করিতে পারে, আবার কেহ কেহ কাহাকেও আদৌ ভজনা করে না। এ কিরূপ তোমার ব্যবহার আমাদিগকে বল।"

ভগবান উত্তরে বলিলেন—"হে সখীগণ, যাহারা স্বার্থ-সাধনে সচেষ্ট তাহারাই পরস্পর ভজনা করিয়া থাকে। তাহাতে ধর্ম্ম বা সৌহার্দ্দ্য নাই, কারণ স্বার্থসাধনই তাহাদের উদ্দেশ্য। আমাকে যাহারা ভজনা করিয়া থাকে, আমি তাহাদিগকে ভজনা করি না, কারণ তাহাতে তাহারা নিরন্তর আমাকেই ভজনা করিবে। নির্ধন ব্যক্তি ধনলাভ করিয়া পুনরায় হারাইলে কেবল ধনচিন্তা করিয়া থাকে, তেমনি তোমরা সব ভুলিয়া আমার চিন্তা করিয়াছ। আমি অন্তর্হিত হইয়াছিলাম, কারণ তাহা হইলে তোমরা নিরন্তর আমার চিন্তা করিবে।"

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা

কোমলচিত্ত গোপীগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সান্ত্বনাবাক্যে সন্তাপ দূর করিল। শ্রীকৃষ্ণ স্ত্রীরত্নে বেষ্টিত হইয়া রাসলীলা আরম্ভ করিলেন। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে বহু ভাগে বিভক্ত করিয়া, এক এক কৃষ্ণ দুইটী দুইটী গোপীর কণ্ঠ ধারণ করিলেন। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিল। বালক যেমন আপন প্রতিবিম্বের সহিত ক্রীড়া করে ভগবান রমাপতিও তেমনি ব্রজসুন্দরীগণের সহিত কটাক্ষ, উদ্যম, হাস্য ও বিলাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। চন্দ্রমা ও তারকাগণ বিস্মিত হইয়া রাত্রিকে দীর্ঘতর করিল। আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণ যত-সংখ্যক গোপী নিজেকে ততভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাদের সহিত ক্রীড়া করিলেন। পরে সলিলে অবতরণ করিলেন।

সে সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নবমবর্ষীয় বালক এবং গোপীগণ অষ্টম ও নবমবর্ষীয়া বালিকা মাত্র ছিল। ভগবানের রাসলীলা এমনই মধুর ও বিশুদ্ধ যে ইহা বয়সের সীমার অপেক্ষা রাখে না।

রাসলীলার গূঢ় তত্ত্ব

বিশালবুদ্ধি ব্যাসদেব শ্রীমদ্‌ভাগবতে অপূর্ব্ব রাসলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। শুদ্ধচিত্ত প্রেমিক ভিন্ন ইহার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন না।

ভগবান সচ্চিদানন্দ। তিনি সৎস্বরূপ সর্ব্বত্র বিদ্যমান, চিৎ-অর্থাৎ চেতনারূপী ও আনন্দময়। তিনি রসময় অর্থাৎ "রসো বৈ সঃ"—তিনি প্রেমময়। শাস্ত্রকারগণ সেই আনন্দ অর্থাৎ হ্লাদিনীশক্তিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির শ্রীরাধিকারূপে রূপায়িত করিয়াছেন। যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি অভিন্ন, সেইরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধা অভিন্ন। পুরুষ প্রকৃতি অভিন্ন। ঐ হ্লাদিনী শক্তি হস্তপদযুক্ত তপ্তকাঞ্চননিভ গৌরাঙ্গী রাধারূপে ধ্যানের উপযুক্ত আকৃতিতে প্রকট হইয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবমবর্ষীয় শ্রীকৃষ্ণ অষ্টম ও নবমবর্ষীয়া গোপীগণের সহিত রাসলীলা করিয়াছিলেন, তাহা কেবল প্রেম ও আনন্দের খেলা। রাসলীলা হইল মাধুর্য্যরসে আত্মনিবেদন করা। ইহাতে বৈধ ও ভাবভক্তি উভয়ই বিদ্যমান। বৈধ ভক্তি অর্থাৎ বিধি অনুসারে ভগবানে ভক্তি করা, আর আপনা হইতেই আবিষ্ট হওয়া। শ্রেষ্ঠতম প্রেমভক্তি অর্থ নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ ভগবানে আত্মনিবেদন ও তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা। ইহাই প্রেম—"আত্ম লাগি সুখ হয় কাম ও ভগবৎ লাগি সুখ হয় প্রেম।" প্রেমই সাযুজ্য মুক্তির ও প্রভুর দাস হইবার সোপান। ভগবান যে সর্ব্বত্র বিদ্যমান "বাসুদেবময়ং জগৎ" তাহা প্রমাণিত হইল তখন, যখন শত শত গোপীগণের সহিত ভগবান নিজেকে শত শত কৃষ্ণরূপে বিভক্ত করিয়াছিলেন। মধুর নটবরবেশ শ্যামসুন্দরের ধ্যানের সহজ মূর্ত্তি। যেমন ভ্রমর যতক্ষণ পর্য্যন্ত পদ্মমধু পান করিতে না পারে ততক্ষণ গুণ গুণ শব্দ করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রেমিক ভক্তগণ শ্রীপাদ-পঙ্কজের শরণাগত হইয়া ভক্তির হেতুভূত তাঁহার নাম-গুণ-লীলা সর্ব্বদা কীর্ত্তন করেন। বিষয়াসক্ত, ব্যক্তির নিকট ইহা অতি দূরবর্ত্তী।

"ভক্ত্যাং মাং অভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততোমাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশন্তে তদনন্তরম্॥"

অর্থাৎ ভক্তগণই তাঁহাকে জানিতে পারেন, যে ভাবে ও যেরূপে তিনি বিরাজমান। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া ভক্তগণ ভগবানেই বিলীন হইয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেশী ও ব্যোম-বধ

কংস পুনরায় অশ্বাকৃতি কেশীকে শ্রীকৃষ্ণের বধের জন্য পাঠাইলেন। সে ক্ষুরদ্বারা গোকুলকে জর্জ্জরিত করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বলিলেন—"আইস।" সে মুখদ্বারা আকাশ পান করিতে করিতে পশ্চাতের দুই পদদ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিল। ভগবান তাহার আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া গরুড় যেমন সর্পকে দূরে নিক্ষেপ করে সেইরূপ তাহার পশ্চাৎপদদ্বয় ধারণ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। সে ক্রোধে ভূমি হইতে উত্থিত হইয়া মুখব্যাদান করতঃ পুনরায় তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলে শ্রীহরি হাস্য করিলেন এবং তাঁহার বাহু কেশীর মুখমধ্যে প্রবেশ করাইয়া বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। উহা তপ্ত লৌহবৎ হইল। দানব তখন দেহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

ইহাতে দেবগণ ভগবানের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন এবং তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন—"হে কৃষ্ণ, হে অপ্রমেয়াত্মন্, হে যোগেশ, হে জগদীশ, হে বাসুদেব, হে সর্ব্বাশ্রয়, হে সাত্বতগণের শ্রেষ্ঠ, হে প্রভো, কাষ্ঠের মধ্যে জ্যোতির ন্যায় আপনি সর্ব্বভূতের বাহিরে ও অভ্যন্তরে আত্মাস্বরূপ অবস্থিত। আপনি গূঢ় গুহা অর্থাৎ বুদ্ধির আশ্রয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কংস-বধ

একদা দেবর্ষি নারদ কংসের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"হে রাজন্, দেবকীর অষ্টম গর্ভে যে কন্যা জন্মে সে যশোদার কন্যা; কৃষ্ণ দেবকীর ও বলরাম রোহিণীর তনয়। বসুদেব আপনার ভয়ে ভীত হইয়া মিত্র নন্দের নিকট উহাদের দুইজনকে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। উহাদের দ্বারাই আপনার চরগণ নিহত হইয়াছে এবং উহাদের হস্তেই আপনার মৃত্যু হইবে।"

কংস ইহা শুনিয়া চানূর ও মুষ্টিক নামক দুই অনুচরকে আদেশ করিলেন—দুই ভ্রাতাকে এখানে আনিয়া মল্লক্রীড়ায় উহাদিগকে বিনাশ কর। তিনি বিবিধ প্রকার মঞ্চ ও মল্লরঙ্গ নির্ম্মাণ করিতে এবং দ্বারদেশে কুবলাপীড় নামক হস্তীকে স্থাপন করিতে বলিলেন। তদনন্তর অক্রূরকে বসুদেবের দুই পুত্র রাম ও কৃষ্ণকে আনয়নের জন্য নন্দের ব্রজে পাঠাইলেন। এখানে আসিলে কালান্তক যমসদৃশ হস্তীদ্বারা তাঁহাদের বধ সাধন করাই হইল তাহার উদ্দেশ্য।

এদিকে অক্রূর গোকুলের দিকে যাত্রা করিলেন এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন, তিনি এমন কি পুণ্য করিয়াছিলেন, অথবা এমন কি তপস্যা করিয়াছিলেন, বা এমন কি সৎপাত্রে দান করিয়াছিলেন যে, আজ কেশবের দর্শনলাভ করিবেন এবং যোগিগণের ধ্যেয় তাঁহার চরণকমলে প্রণাম করিতে পারিবেন। অম্বরীষাদি মহাত্মাগণ এই পাদপদ্ম সহায়েই দুস্তর সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণও এই পাদ-পদ্মেরই বন্দনা করিয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শীঘ্রই অক্রুর নন্দালয়ে উপস্থিত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পাদপ্রক্ষালন করিয়া আসন ও মধুপর্ক দান করিলেন। তিনি অন্তর্যামী হইয়াও তাহার নিকট সমস্ত সংবাদ শুনিলেন।

পরদিবস অক্রুর রাম ও শ্রীকৃষ্ণ সহ যাত্রা করিলেন এবং স্বয়ং রথের সারথি হইলেন। তিনি যমুনাতীরে উপস্থিত হইয়া স্নান ও জলপান সম্পন্ন করিলেন। রাম ও কৃষ্ণ রথে উপবিষ্ট থাকিলেও জলমগ্ন হইয়া জলমধ্যে তিনি তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। আরও দেখিলেন যে, সিদ্ধ ও উরগগণ অবনত মস্তকে তাঁহাদের স্তব করিতেছে—

"মৃণালগৌরং পীতবাসসং স্ফূরৎ।
কিরীট-কেয়ূর-কটিত্রকঙ্কনম্॥
প্রসন্নবক্ত্রারুণলোচনং বৃতং।
দদর্শ সিদ্ধেশ্বরমণ্ডলৈ প্রভুম্॥"

শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া অক্রুর পুলকিত ও ভাবে গদগদ হইলেন এবং স্তব করিতে লাগিলেন :—

"নতোঽস্মং তামখিলহেতুং নারায়ণপুরুষমাদ্যম্।"
"নমো বিজ্ঞানমাত্রায় সর্ব্বপ্রত্যয়হেতবে।
পুরুষেশপ্রধানায় ব্রহ্মণে অনন্তশক্তয়ে॥
নমস্তে বাসুদেবায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ।
হৃষীকেশ নমস্তুভ্যং প্রপন্নং পাহি মাং প্রভো॥"

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, আপনাকে প্রণাম। আপনি বালক নহেন, আদি পুরুষ, অখিল কারণের কারণ, অব্যয়, নারায়ণ। আপনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজ্ঞানমাত্র ও যাবতীয় জ্ঞানের কারণ। আপনি মন ও বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা—আপনার চরণে শরণ লইলাম। প্রভো, আমাকে পরিত্রাণ করুন।

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম মথুরায় প্রবেশ করিলে অক্রুর তাঁহাদিগকে নিজ গৃহে লইয়া যাইতে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করিবার পর যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

পথিমধ্যে কংসের রজকের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের সাক্ষাৎ হইল। সে বস্ত্র লইয়া যাইতেছিল। তাহার নিকট উপযুক্ত বস্ত্র প্রার্থনা করিলে সে বস্ত্র দিতে অস্বীকার করে ও ক্রোধ প্রকাশ করে। ইহাতে ভগবান হস্তদ্বারা তাহার দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করেন। ইহার পর তাঁহারা উপযুক্ত বস্ত্র পরিধান করিলেন। এক তন্তুবায় তাঁহাদিগকে সূত্রনির্ম্মিত বিবিধ ভূষণে ভূষিত করিল এবং এক মাল্যকার মাল্য দান করিল। এক কুব্জা কংসের জন্য গন্ধ চন্দনাদি লইয়া যাইতেছিল, সে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে অনুলেপন করিলে ভগবান তাহার কুব্জত্ব দূর করেন। এইভাবে সজ্জিত হইয়া তাঁহারা উভয়ে মল্লক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নন্দাদি গোপগণ এই উপলক্ষে নানাবিধ উপঢৌকনসহ মথুরায় আগমন করিয়াছিলেন এবং মল্লক্ষেত্রের এক মঞ্চে বসিয়াছিলেন। মল্লক্ষেত্রে উপনীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন কুবলাপীড় নামক হস্তী দ্বার রুদ্ধ করিয়া অবস্থান করিতেছে। ভগবান উহার পুচ্ছ ধরিয়া টানিলেন এবং দন্ত উৎপাটন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া উহাদ্বারা মাহুত ও হস্তীকে বধ করিলেন। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের সহিত চানূরের ও বলরামের সহিত মুষ্টিকের মল্লযুদ্ধ হইল; তাঁহারা চানূর ও মুষ্টিককে বধ করিলেন। তখন কংস বলিলেন—"বসুদেবের এই দুর্ব্বৃত্ত পুত্রদ্বয়কে নগর হইতে দূর করিয়া দাও, গোপগণের ধন সম্পত্তি হরণ করিয়া লও এবং দুর্ম্মতি নন্দকে বন্ধন কর। বসুদেবকে শীঘ্র বধ কর এবং আমার পক্ষপাতযুক্ত পিতা উগ্রসেন ও তাহার অনুচরদিগকেও বধ কর।"

কংস এইরূপ বলিলে শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া কংসের উচ্চ মঞ্চে লম্ফ প্রদান করিয়া আরোহণ করিলেন। কংস মৃত্যুরূপী শ্রীকৃষ্ণকে তদবস্থায় দেখিয়া আসন হইতে উত্থিত হইয়া অসি ও চর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। দুর্ব্বিসহ তেজঃশালী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গরুড় যেরূপ সর্পকে ধারণ করে, সেইরূপ কংসকে বলপূর্ব্বক ধারণ করিলেন। তাহার পর কেশ ধারণ করিয়া কংসকে উচ্চ মঞ্চ হইতে রঙ্গভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন এবং তাহার উপর নিপতিত হইলেন। কংস তাহাতেই প্রাণত্যাগ করিলেন। দর্শকবৃন্দ "হায় হায়" রব করিয়া উঠিল।

যেহেতু কংসের চিত্ত সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকিত; পান, ভোজন, নিদ্রা ও জাগরণে তিনি নিয়ত চক্রায়ুধ হস্তে নারায়ণকে দর্শন করিতেন, সেই হেতু তিনি শ্রীকৃষ্ণের হস্তে হত হইয়া দুষ্প্রাপ্য গতি লাভ করিলেন। কংসের দুই ভ্রাতা কঙ্কন ও নগ্রোধ ভ্রাতাকে নিহত হইতে দেখিয়া ক্রোধে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিলে বলরাম পরিঘদ্বারা তাহাদিগকে বধ করিলেন। ইহাতে দেবতাগণ তাঁহাদের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম কংসের পিতামাতাকে বন্ধন-মুক্ত করিয়া তাহার পিতা উগ্রসেনকে সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

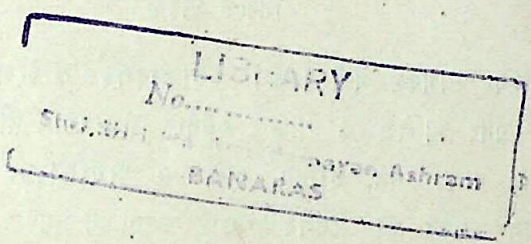

ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশামৃত]

ভাগবত-ধর্ম্ম

নারদ কহিলেন—

"কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা।
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ॥
করোতি যদ্‌যৎ সকলং পরস্মৈ।
নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ॥

অর্থাৎ এই সংসারে অচ্যুতের চরণকমলের সেবাই সর্ব্বতোভাবে অকুতোভয় হইবার উপায়। অসৎ দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিবশতঃ নিরন্তর উদ্বিগ্নচিত্ত জনগণের উহাদ্বারা সর্ব্বতোভাবে ভয়ের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।"

ভগবান অজ্ঞ পুরুষদিগের আত্মজ্ঞান লাভের জন্য অতি সহজ যে সমস্ত উপায় নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলকে ভাগবত ধর্ম্ম বলে। ইহা অবলম্বন করিলে বিঘ্ন দূর হয়, এবং স্খলিত ও পতিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। শরীর, বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও অহংকারের অনুগত স্বভাব বশতঃ জীব যেসকল কর্ম্ম করে, সে সমুদয় পরমেশ্বর নারায়ণে সমর্পণ করাই শ্রেয়ঃ।

ভগবানের মায়া হইতেই ভয়ের উৎপত্তি। ঈশ্বরবিমুখ ব্যক্তির পক্ষে তদীয় মায়াবলেই স্বরূপস্ফূর্ত্তি হইতে পারে না। ইহা হইতে 'দেহই আত্মা' এই বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে এবং ভয়ের উদ্ভব হয়। জ্ঞানিগণ গুরুকে ঈশ্বর ও আত্মস্বরূপ দর্শন করিয়া ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে সেই ঈশ্বরকে ভজনা করিবেন। সঙ্কল্প-বিকল্পযুক্ত মনকে দমন করিতে পারিলে আর ভয় থাকে না। মুমুক্ষু ব্যক্তি নিরন্তর ভগবানের নাম উচ্চারণ করিবেন। উহাদ্বারা জাতপ্রেম ও শ্লথহৃদয় হইয়া সর্ব্বভূতে বাসুদেব দর্শন করিবেন। যেমন ভোক্তার প্রতি গ্রাসে উদর পূরণ ও ক্ষুধানিবৃত্তি হইয়া থাকে, তেমন'ই ভগবৎসেবাদ্বারা ভক্তি, প্রেম ও বৈরাগ্য একই কালে উৎপন্ন হয়।

যিনি ভগবৎ-ভাব ও ভগবৎ-আত্মাকে সর্ব্বভূতে দর্শন করেন তিনি উত্তম ভাগবত। যিনি ঈশ্বরে প্রেম, তদধীন ব্যক্তিতে মিত্রতা, অজ্ঞানীর প্রতি কৃপা ও দ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন তিনি মধ্যম। আর যিনি শ্রদ্ধা সহকারে প্রতিমাতে হরিপূজা করেন কিন্তু তাঁহার ভক্তগণকে বা অপর কাহাকেও ভগবৎ-জ্ঞান করেন না, তিনি প্রাকৃত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাসুদেবে মন নিবিষ্ট থাকাতে যিনি ইন্দ্রিয় সমূহদ্বারা বিষয় ভোগ করিয়া এই বিশ্বকে বিষ্ণুরই মায়া বলিয়া দর্শন করেন, কাহাকেও দ্বেষ করেন না বা কোন কিছুতে আসক্তও হন না, তিনি উত্তম ভাগবত। যিনি হরিস্মৃতি বশতঃ দেহ, মন, প্রাণ, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের যথাক্রমে সংসারধর্ম্ম, জন্ম, মৃত্যু, ক্ষুধা, ব্যাধি, তৃষ্ণা ও শ্রমদ্বারা মুগ্ধ হন না তিনিই শ্রেষ্ঠ ভাগবত।

যাঁহার চিত্তে বাসনা নাই, বাসুদেব যাঁহার একমাত্র সম্বল তিনিই ভাগবতশ্রেষ্ঠ। জন্ম, কর্ম্ম, বর্ণাশ্রম ও জাতি নিবন্ধন যাঁহার এই দেহে অহংভাব না জন্মে তিনি হরির প্রিয়। ধন ও দেহ বিষয়ে যাঁহার নিজ ও পর—এরূপ ভেদজ্ঞান নাই, যিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শন করেন ও শান্ত, তিনি ভাগবতগণের মধ্যে উত্তম।

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"

ব্রহ্মাদি দেবগণ যে ভগবৎ-পদারবিন্দের অনুদিন ধ্যান ও অন্বেষণ করিয়াও প্রাপ্ত হন না, সেই হরির চরণারবিন্দকে সারাৎসার ভাবিয়া যিনি বিশ্বসাম্রাজ্য লাভের জন্যও অভিলাষী হন না, তিনিই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ। অজ্ঞাতসারেও যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া থাকে, সেই হরি যাঁহার প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া হৃদয়ে নিরন্তর বিরাজ করেন তিনি ভাগবতপ্রধান। আত্মজ্ঞানপ্রদ হরি যে সকল ধর্ম্মদ্বারা তুষ্ট হন, গুরুকে আত্মা ও দেবতা জ্ঞানে অকপটে সেবা করিয়া সেই ভাগবত ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে হয়। সর্ব্ব বিষয় হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনকে বিচ্যুত করিয়া সাধুসঙ্গ, সর্ব্বভূতে দয়া, মিত্রতা, বিনয়, শৌচ, স্বধর্ম্মাচরণ, ক্ষমা, বৃথা বাক্যব্যয় না করা, স্বাধ্যায়, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সুখদুঃখে সমভাব, সর্ব্বত্র ঈশ্বরদৃষ্টি, নির্জ্জনবাস, বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য, ভাগবত ধর্ম্মে শ্রদ্ধা, অন্য ধর্ম্মের অনিন্দা, মন বাক্য ও কর্ম্মের সংযম, সত্য দম ও শম অবলম্বন, ভগবানের জন্ম কর্ম্ম গুণ ও লীলা শ্রবণ, ধ্যান ও কীর্ত্তন, এবং স্ত্রীপুত্র ও নিজেকে পরমেশ্বরে নিবেদন—এই সকলই শ্রেষ্ঠ ভাগবত ধর্ম্ম। যাঁহারা এই ভাগবত ধর্ম্ম অনুসরণ করিবেন তাঁহারা কলুষ বিনাশক হরিকে পরস্পর স্মরণ করাইয়া সাধন ও প্রেমভক্তিদ্বারা পুলকিত-দেহ হইবেন। তাঁহারা হরিপ্রাণতা হেতু কখনও রোদন, কখনও হাস্য, নৃত্য, গীত, আবার কখনও বা আনন্দ প্রকাশ করিবেন। এইরূপে নারায়ণপর হইয়া দুস্তর মায়াসাগর হইতে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব। যিনি জীবাত্মার অহঙ্কার ছেদনে অভিলাষী, তাহার পক্ষে কেশবের পূজা বিধেয়। তিনি প্রাণায়াম ও ভূতশুদ্ধিদ্বারা দেহকে শোধন করিবেন এবং যথালব্ধ উপচারদ্বারা হৃদয়াদিন্যাস ও মূলমন্ত্র সহযোগে অর্চ্চনা করিবেন। পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ, মাল্য, আতপ তণ্ডুল, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদিও দিতে হইবে। পূজান্তে স্তবপাঠ পূর্ব্বক তন্ময় হইয়া শ্রীহরির মূর্ত্তির ধ্যান করিতে হইবে। অগ্নি, সূর্য্য বা জলাদিতে ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিলে শীঘ্র মুক্তিলাভ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান ও উদ্ধবের কথোপকথন

একদা ব্রহ্মাদি দেবগণ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনের জন্য দ্বারকায় আসিলেন। দেবগণ কহিলেন—"হে নাথ, কর্ম্মময় দৃঢ় পাশ হইতে মুক্তি ইচ্ছা করিয়া ঋষিগণ যাঁহার ধ্যান করেন, আমরা বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ ও বচনদ্বারা আপনার সেই চরণকমলে প্রণাম করি। আপনার যশ শ্রবণে ও আপনার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশদ্বারা যেপ্রকার শুদ্ধি হয়, বিদ্যা, শ্রুতি, অধ্যয়ন ও তপস্যাদ্বারা বিষয়ে আসক্তগণ সেরূপ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না।

"হে প্রভো, আপনার পাদপদ্ম বলি রাজার বন্ধনের সময় বিক্রমযুক্ত কেতু স্বরূপ হইয়াছিল। যে পাদপদ্ম হইতে ত্রিভুবনতারিণী গঙ্গা উদ্ভূত হইয়াছিলেন, সেই চরণকমল আমাদিগকে শাপমুক্ত করুক।

"হে প্রভো, পূর্ব্বে ভূভার হরণের জন্য আমরা আপনাকে জানাইয়াছিলাম। এক্ষণে তাহা সম্পন্ন হইয়াছে। আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ সাধুগণের ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন, জগতের মঙ্গলসাধন করিয়াছেন। একশত পঞ্চবিংশতিবর্ষ অতিবাহিত হইয়াছে, যদি সঙ্গত বিবেচনা করেন তবে স্বীয় বৈকুণ্ঠধামে প্রত্যাগমন করুন—কিঙ্কর গোপালগণকে পরিত্রাণ করুন।"

ভগবান উত্তরে বলিলেন—"হে দেবেশ, আপনি যাহা বলিলেন, আমিও তাহা ভাবিয়াছি। ভূভার হরণ হইয়াছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্য, কিন্তু যদুগণ শৌর্য্য, বীর্য্য ও সম্পদশালী হইয়া বিশেষ উদ্ধত হইয়াছে। ইহাদের দমন অবশ্য কর্ত্তব্য, নতুবা বহুলোক ধ্বংস হইবে। এক্ষণে ব্রহ্মশাপে যদুবংশের বিনাশকাল সমুপস্থিত। ইহার অবসানে আমি তোমাদের নিকট প্রত্যাগমন করিব।"

ভগবানের এই বাণী শুনিয়া ব্রহ্মা ও দেবগণ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর দ্বারকাপুরীতে যাদবগণের মহা উৎপাত আরম্ভ হইলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ যাদবগণকে বলিলেন--- "আমাদের উপর ব্রহ্মশাপ রহিয়াছে, জীবনসাধ থাকিলে এস্থানে আর অবস্থান করা কর্ত্তব্য নহে। অদ্যই সকলে প্রভাস-তীর্থে গমন করি। দক্ষশাপে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত শশধর যে তীর্থে স্নান করিবামাত্র পুনরায় কলাবৃদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন আমরাও সেস্থানে যাইয়া স্নান, তর্পণ ও সৎপাত্রে দান করিব। তাহা হইলে পোত সাহায্যে সাগর উত্তীর্ণ হইবার ন্যায় সৎকার্য্যদ্বারা আমরাও পাপসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিব।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশে যদুগণ প্রভাসতীর্থে গমন করিল। তখন উদ্ধব আসিয়া প্রণাম করিয়া ভগবানের নিকট নিবেদন করিলেন—"হে দেবদেবেশ, হে যোগেশ, হে পুণ্যপ্রবণ, আপনি নিশ্চয়ই যদুকুল ধ্বংস করিয়া দেহত্যাগ করিবেন। কারণ সামর্থ্য থাকিলেও আপনি ব্রহ্মশাপ খণ্ডন করিলেন না। আমি ক্ষণার্দ্ধের জন্যও আপনার সহবাস পরিত্যাগ করিতে সাহসী হইব না, এমতাবস্থায় আপনাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে থাকিব? 'আমি ও আমার' ভাব লইয়া সংসারে কর্ম্মমার্গে বিচরণ করিতেছি, আমি মূঢ়মতি, আমাকে সদুপদেশ দান করুন।"

ভগবান বলিলেন—"এই জগতে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা বাসনা ক্ষয় করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। তুমি বদরিকায় গমন কর এবং ধ্যানযোগে অবস্থিতি কর।"

একদা যদুনামে অমিততেজা এক রাজা ছিলেন। একদিন এক বিদ্বান ও যুবা অবধূতকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে ব্রাহ্মণ, যাহা প্রাপ্ত হইয়া তুমি বিদ্বান হইয়াও অতি বালকের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছ—তোমার কোনকিছুরই তুমি কর্ত্তা নহ, তোমার এই নির্ম্মল বুদ্ধি তুমি কোথা হইতে পাইলে? প্রায়শঃ মনুষ্য আয়ু, যশ সুখ ও অর্থের কামনায় ব্যাপৃত, কিন্তু তুমি জড়বুদ্ধি ও পিশাচের ন্যায় নিষ্কর্ম্মা ও নিস্পৃহ। মানুষ কামক্রোধ দাবানলে দগ্ধ, আর তুমি গঙ্গাজলে অবস্থিত হস্তীর ন্যায় সেই দাবাগ্নি হইতে তাপিত হইতেছ না। তুমি স্ত্রীপুত্রাদি রহিত ও বিষয়ভোগ বর্জ্জিত, তোমার এই আত্মানন্দের কারণ আমি জানিতে ইচ্ছুক।"

অবধূত উত্তরে বলিলেন—"আমি নিজে বুঝিয়া অনেককে গুরুপদে বরণ করিয়াছি। উপদেশ করিব বলিয়া তাঁহারা আমাকে কোন উপদেশ দেন নাই, তাঁহাদের আচরণ হইতে আমি উপদেশ লাভ করিয়াছি এবং এরূপ মুক্তভাবে বিচরণ করিতেছি। তাঁহাদের নাম—পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্নি, চন্দ্রমা, রবি, কপোত, অজগর, সিন্ধু, পতঙ্গ, মধুকর গজ, মধুহা, হরিণ, মীন, পিঙ্গলা, রুরু, কুমারী, সরকার, সর্প, উর্ণনাভ ও প্রজাপতি। এই চতুর্বিংশতি গুরুর নিকট গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য আচরণ শিক্ষা করিয়াছি।

"আমি পৃথিবী ও পর্ব্বতের নিকট পরোপকার ও প্রাণবৃত্তির দ্বারা সন্তুষ্ট থাকা শিক্ষা করিয়াছি। বৃক্ষের নিকট আত্ম-পরাধীনতা, আকাশের নিকট অপরিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতা, অগ্নির নিকট সর্ব্বভোজী হইয়াও মল গ্রহণ না করা, এবং সূর্য্যের নিকট দান করা, যেমন সূর্য্য জলরাশি আকর্ষণ করিয়া পুনরায় বর্ষণ করেন, শিক্ষা করিয়াছি। কপোতের নিকট এই শিক্ষা করিয়াছি যে, কুটুম্বপোষণ গৃহসেবীর পক্ষে অশান্তির আকর। কপোতীকে জালে আবদ্ধ দেখিয়া যেমন কপোতও জালে আবদ্ধ হয়, সেইরূপ সেও মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া পড়ে।

"পিঙ্গলা বেশ্যাবৃত্তি করিত, কিন্তু অবশেষে অশান্ত-হৃদয়া হইয়া অনুতাপ করিয়াছিল যে, আত্মাকে পরিতাপিত করিয়া লম্পট ও অর্থলোভাতুরা হইয়াছি। নিরাশাই পরম সুখ এবং আশা হইতেই দুঃখের উৎপত্তি এই পরম সত্য উপলব্ধি করিয়া সে নারায়ণের শরণাপন্না হইয়াছিল। আমি ইহাই উত্তম মনে করি।

"এক কুমারীর গৃহে অতিথি আসিলে, গৃহে অন্য কেহ না থাকাতে সে তাহাদের আহারের জন্য নির্জ্জনে ও নিঃশব্দে শালিধান্য কুটিবার উদ্দেশ্যে হাতের একটিমাত্র শঙ্খ রাখিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবশিষ্টগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। আমি ইহা হইতে একক ও নির্জ্জনে থাকিবার শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছি। বহু-জনের, এমন কি দুইজনেরও একত্রবাস কলহের কারণ হইয়া থাকে। আর অজগরের নিকট এই শিক্ষা করিয়াছি যে, গৃহহীন থাকিব এবং আহারের জন্য ভগবানের উপর নির্ভর করিব।"

সংসার-ধর্ম্ম

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—আমার আশ্রিত ব্যক্তি সতর্ক হইয়া মন হইতে বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বর্ণ, আশ্রম ও কুলানুরূপ আচরণ করিবে। বিষয়াসক্ত দেহী বিষয়-সমূহকে যথার্থ মনে করিয়া যে সকল কার্য্য করিয়া থাকে তৎসমুদায়ই বিপরীত ফলপ্রদান করিয়া থাকে। শুদ্ধচিত্ত হইয়া ইহা চিন্তা করিবে। সুপ্ত ব্যক্তির স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্টবৎ বিষয়সমূহ অলীক ও অর্থশূন্য। অতএব মৎপরায়ণ হইয়া নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবে, কিন্তু কাম্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। আত্মনিষ্ঠ হইবে, আত্মবিচার করিবে, সংযম ও নিয়ম পালন করিবে, এবং শান্ত গুরু যিনি ঈশ্বর স্বরূপ, তাঁহার নিত্যসেবা ও আরাধনা করিবে।

কর্ম্মচতুর্ব্বিধ—(১) কাম্য কর্ম্ম অর্থাৎ স্বার্থানুসন্ধান,(২) নিত্যকর্ম্ম অর্থাৎ সন্ধ্যা, পূজা ও বন্দনাদি, (৩) নিষিদ্ধ কর্ম্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ শাস্ত্র না মানিয়া চলা, এবং (৪) নৈমিত্তিক কর্ম্ম যেমন শ্রাদ্ধশান্তি ইত্যাদি। অতএব নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম অবশ্য করিবে এবং সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্তিমার্গে বিচরণ করিবে। অভিমান, মাৎসর্য্য, আলস্য, মমতাদি পরিত্যাগ করিবে এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে। পরনিন্দা ও অনর্থক আলাপ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। স্বীয় প্রয়োজনের দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিয়া স্ত্রী, পুত্র, দেহ, ক্ষেত্র, স্বজন ও ধনাদি বিষয়ের প্রতি উদাসীন হইবে এবং নিয়ত গুরুর উপাসনা করিবে। যেমন দাহক ও প্রকাশক অগ্নি দাহ্য ও প্রকাশ্য কাষ্ঠ হইতে ভিন্ন, সেইরূপ দর্শক ও স্বপ্রকাশক আত্মা স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ হইতে ভিন্ন। অতএব কার্য্যকারণ সমূহে অবস্থিত নিষ্কলুষ পরমাত্মাকে বিচার পূর্ব্বক সম্যকরূপে জানিয়া দেহই আত্মা এই বুদ্ধি ত্যাগ করিবে। বুদ্ধিদ্বারা মায়াকে নিবর্ত্তিত করিবে, এবং অহংকার, অসৎসঙ্গ, হিংসা, দ্বেষ ও লোভ ত্যাগ করিবে। যাহারা বিষয়ভোগ ও কর্ম্মফল স্পৃহা করে, তাহারা রোগ, শোক ও তাপ ভোগ করিয়া থাকে।

সাধনা ও ধ্যান-পন্থা

উদ্ধব জিজ্ঞাসা করিলেন—মুক্তিলাভের জন্য কিরূপ সাধনা ও ধ্যান করা আবশ্যক? ভগবান উত্তরে বলিলেন—যিনি আমাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন এবং সকল বিষয়ের প্রতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিরপেক্ষ, যিনি অকিঞ্চন, শান্ত, দান্ত, সমদর্শী ও সন্তুষ্ট তিনি ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, রাজচক্রবর্ত্তীত্ব, যোগসিদ্ধি বা মোক্ষ অভিলাষ করেন না। যেমন স্বর্ণ অনল-তাপিত হইয়া মলশূন্য হয় এবং নিজ স্বরূপ লাভ করে, তেমনি আত্মা কর্ম্মবাসনা ত্যাগ করিয়া মৎস্বরূপতা লাভ করে। অঞ্জন-সংপৃষ্ট চক্ষুর ন্যায় আত্মা মদীয় পুণ্যকথা শ্রবণে ও কীর্ত্তনে যেমন নির্ম্মল হইতে থাকে তেমনই সূক্ষ্ম বস্তু সকল দর্শন করিয়া থাকে। অতঃপর ধ্যানের পন্থা বলিতেছি। অবন্ধুর আসনে যথাসুখে সরল শরীরে উপবেশন পূর্ব্বক হস্তদ্বয় স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া নাসিকার অগ্রভাগ মাত্র দর্শন করিবে। পরে জিতেন্দ্রিয় হইয়া প্রাণায়াম করিবে। প্রাণায়ামকালে পূরক রেচক ও কুম্ভকদ্বারা প্রাণপথ শোধন হয় এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল নিবৃত্তি পায়। ইহা ধীরে ধীরে অভ্যাস করিবে। নিরবিচ্ছিন্ন ঘণ্টানাদ সদৃশ হৃদয়ে অবস্থিত মৃণালসূত্রতুল্য ওঙ্কারকে প্রাণবায়ুদ্বারা ঊর্দ্ধে লইয়া তথায় উহার মস্তকে বিন্দু-সংযোগ করিবে। এইরূপ ওঙ্কার সংযুক্ত প্রাণায়াম ত্রিসন্ধ্যায় দশবার করিবে। ইহাতে মাসকাল মধ্যে প্রাণ-বায়ু জয় করা সম্ভব হইবে। যাহার নাল ঊর্দ্ধে ও মুখ অধোবর্ত্তী সেই অন্তঃস্থ হৃৎপদ্মকে ঊর্দ্ধমুখ বিকশিত অষ্টদল কর্ণিকার সহিত চিন্তা করিয়া উত্তরোত্তর সূর্য্য, চন্দ্র, ও অনলকে ভাবনা করিবে। অগ্নির মধ্যে আমার বক্ষ্যমান রূপ ধ্যান করিবে, ইহাই মঙ্গলজনক। আমার ধ্যানমূর্ত্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপ—

"সমং প্রশান্তং সুমুখং দীর্ঘচারুচতুর্ভুজম্।
সুচারুসুন্দরগ্রীবং সুকপোলসুচিস্মিতম্॥
সমানকর্ণবিন্যস্ত-স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্।
হেমাম্বরং ঘনশ্যামং শ্রীবৎসশ্রীনিকেতনম্॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-বনমালাবিভূষিতম্।
নূপুরৈর্বিলসৎপাদং কৌস্তুভপ্রভয়া যুতম্॥
দ্যুমৎকিরীটকটক-কটিসূত্রাঙ্গদাযুতম্।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং হৃদ্যং সর্ব্বাঙ্গেষু মনো দধেৎ॥"

অর্থাৎ—তিনি অনুরূপ অবয়ব সম্পন্ন, প্রশান্ত, সুন্দর-বদন, দীর্ঘ মনোহর চতুর্ভুজ, তাঁহার রমণীয় সুন্দর গ্রীবা, সুন্দর কপোল, মনোহর সহাস্য বদন, কর্ণযুগলে মকর-কুণ্ডল, পরিধানে পীতবসন, বর্ণ ঘনশ্যাম, অঙ্গ শ্রীবৎস ও শ্রী চিহ্নযুক্ত, তিনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ও বনমালায় অলঙ্কৃত, স্বর্ণনূপুরদ্বারা তাঁহার চরণযুগল বিলসিত, বক্ষ কৌস্তুভমণি-দ্বারা শোভিত, মস্তকে কান্তিশালী কিরীট, তিনি কণ্টক কটিসূত্র ও অঙ্গদে বিভূষিত। প্রসন্নতা বশতঃ তাঁহার মুখ ও নয়ন-দ্বয় অতিশয় মনোহর। তাঁহাতে মন নিবেশ করিবে।

ধীরচিত্ত ব্যক্তি মনদ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া সেই মনকে বুদ্ধিরূপ সারথির সাহায্যে সর্ব্বতোভাবে আমাতে নিবিষ্ট করিবে। সর্ব্বব্যাপক ঐ মনকে আকর্ষণ করিয়া এক প্রদেশে ধারণা করিবে। অনান্য অঙ্গ চিন্তা করিবে না—কেবল সুন্দর হাস্য সমন্বিত মুখ ভাবনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবে। তথায় চিত্ত স্থান প্রাপ্ত হইলে পর আকর্ষণ করিয়া সর্ব্বকারণ স্বরূপ আকাশে ধারণ করিবে। পরিশেষে তাহাও পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ আমাকে অবলম্বন পূর্ব্বক "ধ্যেয় ও ধাতা" এই পার্থক্য দূর করিবে। চিত্ত এই প্রকারে ধৃত হইলে জ্যোতিকে জ্যোতিতে সংযুক্ত করিবে। তখন আত্মাতে আমাকে এবং সর্ব্বাত্মস্বরূপ আমাকে আত্মাতে দর্শন করিবে। এইরূপ সুতীব্র ধ্যানদ্বারা নিবিষ্ট যোগীর দ্রব্যজ্ঞান ও ক্রিয়াশ্রম সত্বর বিরাম প্রাপ্ত হয়।

বদ্ধ-মুক্তাদির লক্ষণ

ভগবান কহিলেন—আমার সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ রূপ উপাধি বশতঃ আত্মা বদ্ধ ও মুক্ত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ তিনি তাহা নহেন। গুণ মায়ামূলক বলিয়া বাস্তবিক পক্ষে বদ্ধ ও মুক্ত বলিয়া কিছু নাই। শোক, মোহ, সুখ দুঃখ ও দেহের উৎপত্তি মায়াদ্বারা হইয়া থাকে। স্বপ্নের ন্যায় সংসার ও বুদ্ধির কার্য্য অসম্ভব। হে উদ্ধব, নিশ্চয় জানিও শরীরীদিগের বদ্ধ ও মুক্ত অবস্থার হেতু বিদ্যা ও অবিদ্যা আমার দুই আদ্যাশক্তি মায়াদ্বারা বিরচিত। বৃক্ষরূপ শরীরে দুইটী পক্ষী কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছে। একটী পিপ্পল অন্নাদি ভক্ষণ করে, অপরটী নিরাহার থাকে কিন্তু বলে শ্রেষ্ঠতর। নিরাহারী বিদ্বান পক্ষী আত্মাকে আত্মা ভিন্ন অন্য পদার্থরূপে জ্ঞাত আছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপর পক্ষী সেইরূপ নহে। ঈশ্বর নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তরূপে বিদ্যারূপে দেহে অবস্থিত। যিনি কর্ম্মফল আকাঙ্ক্ষা করেন তিনি অবিদ্যাপূর্ণ বদ্ধ জীব। নির্ব্বিকার বিদ্বান ব্যক্তি ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় ভোগ করিলেও, 'আমি করিতেছি' এরূপ মনে করিবেন না। কিন্তু অবিদ্বান ব্যক্তি নিজকে কর্ত্তা ভাবিয়া দেহে বদ্ধ রহেন। বিদ্বান ব্যক্তি স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় দেহস্থ হইয়াও দেহস্থ নহেন। মূঢ় অপর ব্যক্তি স্বপ্নদ্রষ্টার ন্যায় দেহস্থ না হইয়াও দেহস্থ। বিদ্বান ব্যক্তি উক্তরূপে বিরক্ত থাকিয়া শয়ন, উপবেশন, পর্য্যটন, মজ্জন, দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন ও শ্রবণাদি বিশেষ বিশেষ বিষয় ইন্দ্রিয়গণকে ভোগ করাইয়াও বদ্ধ হন না। প্রকৃতিতে অবস্থিতি করিয়াও আকাশ, সূর্য্য ও অনিলের ন্যায় নিঃসঙ্গ হইয়া বৈরাগ্যযোগ দ্বারা তীক্ষ্ণ ও নিপুণ বুদ্ধিসংবর্দ্ধিনী দৃষ্টি সহায়ে সমস্ত সংশয়পাশ ছেদন করেন এবং স্বপ্ন হইতে জাগরিত ব্যক্তির ন্যায় দেহাদি প্রপঞ্চ হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকেন। যাঁহার প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির আচরণ সকল সংশয়শূন্য তিনি দেহস্থ হইয়াও উহার-গুণ হইতে মুক্ত। সমদর্শী গুণদোষ বর্জ্জিত মুনি প্রিয়কারী বা প্রিয়বাদী অথবা অপ্রিয়কারী বা অপ্রিয়বাদী কাহারও স্তব বা নিন্দা করিবেন না। তিনি ভাল বা মন্দ করিবেন না— বলিবেন না বা চিন্তা করিবেন না। তিনি আত্মারাম হইয়া এই বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জড়ের ন্যায় পর্য্যটন করিবেন। শব্দ-ব্রহ্মের পারগামী পরব্রহ্মে ধ্যানাদি যোগ না করিলে অধেনু গোপ্রতিপালকের ন্যায় তাঁহার সমস্ত শ্রমই বৃথা। যাহার দুঃখের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পর দুঃখ নির্দ্দিষ্ট সে গর্ভধারণাক্ষমা গাভী, অসতী স্ত্রী, পরাধীন দেহ, অসৎ পুত্র রক্ষা করে। অসমর্থ হইলেও আমাতে সকল সমর্পণ করিবে এবং আমার লোকপাবনী সুমঙ্গল কথা শ্রবণ, স্মরণ ও কীর্ত্তন করিবে। ইহাতে আমার প্রতি নিশ্চলা ভক্তি জন্মিবে।

সাধু ও ভক্ত কে ?

উদ্ধব প্রশ্ন করিলেন—হে উত্তমশ্লোক, হে প্রভো! কিরূপ সাধু আপনার নিকট উত্তম বলিয়া পরিগণিত এবং কে ভক্তশ্রেষ্ঠ ?

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উত্তরে বলিলেন—যিনি সকল শরীরীর প্রতি কৃপালু, নির্দ্দোষ, সমদর্শী, সর্ব্বোপকারী, যাঁহার চিত্ত কামসমূহ দ্বারা অনভিভূত, যিনি জিতেন্দ্রিয়, কোমল-চিত্ত, সদাচারী, সঙ্গহীন, নিরীহ, মিতভোজী, জিতচিত্ত, স্বধর্ম্মনিরত, মদেকাবলম্বী, চিন্তাশীল, সতর্ক, নির্ব্বিকারচিত্ত, ধৈর্য্যশীল, ষড়্‌গুণবিজয়ী, মানে অপ্রত্যাশী, মানপ্রদ, পরকে বুঝাইতে দক্ষ, অপ্রতারক, পরম কারুণিক ও সম্যক্ জ্ঞানী তিনিই সাধুশ্রেষ্ঠ। তিনি গুণদোষযুক্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমাকে আরাধনা করেন।

যাঁহারা মৎপরায়ণ হইয়া একান্তমনে আমাকে ভজনা করেন এবং আমি যাহা ও যেরূপ তাহা জানিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করেন, তাঁহারা ভক্তশ্রেষ্ঠ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার প্রতিমাদি দর্শন, স্পর্শন, অর্চ্চন, পরিচর্য্যা, স্তুতি, গুণ-কর্ম্ম-লীলা কীর্ত্তন, মৎকথা শ্রবণে শ্রদ্ধা প্রদর্শন, আমার চিন্তন, আমাকে সমস্ত লব্ধ বস্তু সমর্পণ, দাস্যভাবে আত্ম-নিবেদন, মদীয় পর্ব্বসমুদয়ের অনুমোদন, আমার ব্রত ও প্রতিমা স্থাপনে শ্রদ্ধা প্রদর্শন, উদ্যান মন্দির ইত্যাদি স্থাপনে রত হওয়া, দাসের ন্যায় আকপটে আমার গৃহসেবা, দম্ভ ও অভিমান ত্যাগ—এই সকল ভক্তির লক্ষণ।

আমাকে নিবেদিত দীপ ও নৈবেদ্য গ্রহণ করিবে না। যাহা নিজের অতি প্রিয় ও অতিশয় অভিলষিত তাহা আমার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হইলে অসীম ফলজনক হইবে।

সূর্য্য, অগ্নি, বিপ্র, গাভী, হৃদয়, বায়ু, জল, পৃথিবী, আত্মা, ও সমুদয় প্রাণী আমার পূজার আধার।

বেদবিদ্যাদ্বারা সূর্য্যে, ঘৃতদ্বারা অগ্নিতে, আতিথ্যদ্বারা ব্রাহ্মণে, তৃণদ্বারা গোসমূহে, মৈত্রীদ্বারা বৈষ্ণবে, ধ্যানদ্বারা হৃদয়ে, প্রাণদৃষ্টিদ্বারা বায়ুতে, জল প্রভৃতিদ্বারা জলেতে, গোপনীয় মন্ত্র ন্যাসদ্বারা আমাতে, নানাবিধ ভোগদ্বারা আত্মাতে —আমার শঙ্খ-চক্র-গদাযুক্ত চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধ্যান করিবে। সর্ব্বপ্রাণীতে ও আধারে আমার পূজা করিবে। যিনি সমাধিস্থ হইয়া ইষ্টপূর্ত্তদ্বারা আমার যাগ করেন তিনি ভক্তশ্রেষ্ঠ। সৎসঙ্গ ও ভক্তিযোগ ব্যতীত সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইবার আর তরণী নাই। আমি সাধু ও ভক্তগণের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। তুমি আমার ভৃত্য, সুহৃদ্ ও সখা সেই হেতু তোমাকে এই পরম গুহ্য কাহিনী বলিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধুসঙ্গ-মহিমা

ভগবান কহিলেন—সর্ব্বসঙ্গ নিবর্ত্তক সাধুসঙ্গ আমাকে যেরূপ বশীভূত করিতে পারে,—যোগ, জ্ঞান, ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান, ইষ্টাপূর্ত্ত, দক্ষিণা, ব্রত, দেবার্চ্চনা, গোপনীয় মন্ত্র ন্যাস, তীর্থপর্য্যটন, নিয়ম ও যম প্রভৃতিদ্বারা সেরূপ সম্ভব নহে। গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক, বিদ্যাধর প্রভৃতির অনেকে সৎসঙ্গের ফলে আমার কৃপা লাভ করিয়াছে। মনুষ্যলোকের মধ্যে রজস্তম প্রবৃত্তিযুক্ত বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী, অন্ত্যজ-গণ, বৃত্র, প্রহ্লাদাদি, দুর্ব্বাসা, বলি, বাণ, ময়, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনূমান, জাম্বুবান, গজ, গৃধ্র, জটায়ু, তুলাক্ষর, ব্যাধ, কুব্জা ও ব্রজগোপীগণের অনেকে সৎসঙ্গ হেতু আমার পদ লাভ করিয়াছে। তাহারা শ্রুতি পাঠ করে নাই, মহত্তম ব্যক্তি-দিগের উপাসনা করে নাই, অথবা তপস্যা করে নাই। গোপীগণ, গোগণ, যমলার্জ্জুনাদি এবং নাগগণ কেবল প্রীতি দ্বারাই কৃতার্থ হইয়া স্বচ্ছন্দে আমাকে লাভ করিয়াছে। যত্ন থাকিলেও কেবল জ্ঞান, দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, শাস্ত্র ব্যাখ্যা, বেদাধ্যয়ন ও সন্ন্যাসদ্বারা কেহ আমাকে লাভ করিতে পারে না। অক্রুর রামের সহিত আমাকে মথুরায় লইয়া গেলে পর দৃঢ়রূপে আমাতে অনুরক্তা গোপীগণ আমার বিয়োগে তীব্র মনোব্যথা পাইয়া কিছুই সুখের হেতু বলিয়া মনে করে নাই। বৃন্দাবনে গোচারণকারী [আমার যে সকল সখা আমার সাহচর্য্যে রাত্রি সকল ক্ষণার্দ্ধের ন্যায় অতিবাহিত করিয়াছিল, আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিরহে সেই সকল রাত্রি আবার তাহাদের নিকট কল্পসদৃশ মনে হইয়াছিল। যেমন সমাধির সময়ে মুনিগণ নাম ও রূপ অবগত থাকেন না, সেইরূপ আসক্তি নিবন্ধন আমাতে চিত্ত বদ্ধ করাতে তাহারাও নিজ দেহকে নিকটস্থ বা দূরস্থ বলিয়া জানিতে পারে নাই। যেমন নদী সকল সমুদ্রে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ তাহারাও আমাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। আমার প্রতি তাহাদের আন্তরিক আকর্ষণ ছিল, কিন্তু তাহারা আমার স্বরূপ জানিত না। তথাপি সাধুসঙ্গ হেতু মঙ্গল বুদ্ধিতে তাহারা পরমব্রহ্ম আমাকে লাভ করিয়াছিল।

হে উদ্ধব! শ্রুতি, স্মৃতি, নিবৃত্ত ও শ্রোতব্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকল আত্মরূপ একমাত্র আমার দ্বারাই অকুতোভয় হও।

ভগবানের বাণী শুনিয়া উদ্ধব বলিলেন—হে যোগেশ্বর! সংসারচক্রে আবদ্ধ হইয়া আমার মন নিতান্ত ভ্রান্ত হইয়াছে, আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়াও আমার সেই আত্মস্থ ভ্রান্তি দূর হইতেছে না। আমার সংশয় দূর করুন। তদুত্তরে ভগবান বলিলেন—

"এবং গুরূপাসনয়ৈকভক্ত্যা।
বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ॥
বিবৃশ্চ জীবাশয়ম্ প্রমত্তঃ।
সম্পদ্য চাত্মানমথ ত্যজাস্ত্রম্॥
গুরোর্হরে চরণোপাসনাস্ত্রেণ।
জহি ব্যলীকং স্বয়মাত্মযোধম্॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ—এইরূপ একান্ত ভক্তি সহকারে গুরুর উপাসনা-সম্ভূত ভক্তিযোগদ্বার তীক্ষ্ণীকৃত বিদ্যারূপ কুঠারা সহায়ে সাবধানতা পূর্ব্বক জীবোপাধি লিঙ্গশরীর ছেদন করতঃ পরমাত্মাতে লীন হইয়া পরে অস্ত্র পরিত্যাগ কর। পরম গুরু হরির চরণোপাসনারূপ অস্ত্রদ্বারা অপ্রমত্ত মনকে বিনাশ কর। মন অতি ঘোর শত্রু। ইহাকে উপেক্ষা করিলে ইহা আরও বলবান হয়। মন মিথ্যা, তথাপি ইহা আত্মার বিলোপ সাধন করিতে পারে।

হংসের ইতিহাস

ভগবান কহিলেন—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ মন ও বুদ্ধির, আত্মার নহে। সত্ত্বদ্বারা রজস্তমকে এবং সত্ত্বকেও ধ্বংস করিবে। শাস্ত্র, জন, দেশ, কাল, কর্ম্ম, জন্ম, ধ্যান, মন্ত্র ও সংস্কার এই দশটি গুণবৃদ্ধির কারণ। ইহার সেবকগণ সাত্ত্বিকবৃত্তি সম্পন্ন ও ধার্ম্মিক হন। অবিবেকী ব্যক্তির হৃদয়ে "আমি" এই ভাবের উদয় হয়। রজোগুণ হইতে দুঃখ, ভয় ও রোগের উৎপত্তি হয়।

একদা ব্রহ্মা সনকাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে হংসরূপে আবির্ভূত হইয়া উপদেশচ্ছলে কহিলেন—আমি কে, এই প্রশ্ন অনর্থক। বাক্য, মন ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহা গৃহীত হয় তাহাই আমি। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ইহারা বুদ্ধির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুণ সম্ভূত; জীব সাক্ষী বলিয়া উহা হইতে ভিন্ন। বুদ্ধি বন্ধন পরিত্যাগ করিবে। শানিত জ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারা নিখিল সংসারের আশ্রয় অহঙ্কার ছেদন পূর্ব্বক হৃদয়ে অবস্থিত আমাকে ভজনা করিবে। বিশ্বকে বিভ্রম স্বরূপ দেখিবে। সমাধিযোগ দ্বারা পরমার্থ বস্তু জানা যায়। আমাকে বিষ্ণু বলিয়া জানিও।

মঙ্গল-নির্ণয়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের প্রশ্নের যে উত্তর দান করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

১। যম কি?—অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, অসঙ্গ,
লজ্জা, অসঞ্চয়, স্বধর্ম্মে নিষ্ঠা,
ব্রহ্মচর্য্য, স্থৈর্য্য, ক্ষমা ও অভয়।

২। নিয়ম কি?—বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক শৌচ,
জপ, তপস্যা. হোম, ধর্ম্মে আদর,
আতিথ্য. সাকার মূর্ত্তির পূজা,
তীর্থ ভ্রমণ, পরের নিমিত্ত চেষ্টা
করা, সন্তোষ ও আচার্য্যের সেবা।

৩। শম কি?—বুদ্ধিনিষ্ঠা।

৪। দম কি?—ইন্দ্রিয় সংযম।

৫। তিতিক্ষা কি?—দুঃখ সহন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬। ধৈর্য্য কি ?—জিহ্বা ও উপস্থ জয়।

৭। পরম দান কি ?—দণ্ড পরিত্যাগ।

৮। ধীরতা কি ?—স্বভাব বিজয়।

৯। তপস্যা কি ?—কাম বিসর্জ্জন।

১০। সত্য কি ?—সমদর্শন।

১১। শৌচ কি ?—পণ্ডিতগণের কীর্ত্তিত সত্য
বাক্যে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করিয়া
সত্য কর্ম্ম অনাসক্তভাবে
পালন করা।

১২। ত্যাগ কি ?—সন্ন্যাস অর্থাৎ সম্যকরূপে ত্যাগ।

১৩। ইষ্টধন কি ?—ধর্ম্ম।

১৪। যজ্ঞ কি ?—পরমেশ্বর।

১৫। উৎকৃষ্ট বল কি ?—প্রাণায়াম।

১৬। ভাগ্য কি ?—ভগবৎ-ষড়ৈশ্বর্য্য।

১৭। উত্তম লাভ কি ?—ভগবানের প্রতি ভক্তি।

১৮। বিদ্যা কি ?—আত্মাতে অভেদ জ্ঞান।

১৯। লজ্জা কি ?—অকর্ম্মে হেয়তা দর্শন।

২০। শ্রী কি ?—অপেক্ষাহীনতাদি গুণনিকর।

২১। সুখ কি ?—সুখ দুঃখ অতিক্রম।

২২। পণ্ডিত কে ?—বন্ধমোক্ষ-অভিজ্ঞ।

২৩। মূর্খ কে ?—দেহাদিতে অহংজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি।

২৪। পথ কি ?—যাহাদ্বারা ভগবল্লাভ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৫। দুঃখ কি?—বিষয়ভোগ বাসনা।
২৬। উৎপথ কি?—চিত্তের বিক্ষেপ।
২৭। স্বর্গ কি?—সত্ত্বগুণের উদ্রেক।
২৮। নরক কি?—তমোগুণের উদ্রেক।
২৯। বন্ধু কে?—ভগবান।
৩০। গৃহ কি?—মনুষ্য দেহ।
৩১। আঢ্য কে?—গুণী ব্যক্তি।
৩২। দরিদ্র কে?—অসন্তুষ্ট ব্যক্তি।
৩৪। ঈশ্বর কে?—যাঁহার চিত্ত বিষয়সমূহে অনাসক্ত।
৩৩। শোচ্য কে?—অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি।
৩৫। অনীশ্বর কে?—গুণসমূহে যাঁহার আসক্তি বিদ্যমান।
৩৬। দোষ কি?—গুণ-দোষ দর্শন।
৩৭। গুণ কি?—গুণ-দোষ দর্শনে অনাসক্তি।

ভক্তিযোগ

ভগবান কহিলেন—আমার অমৃতময়ী বাক্যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন, আমার অনুকীর্ত্তন, আমার পূজায় আন্তরিক নিষ্ঠা প্রদর্শন, স্বস্তিবচন সহকারে আমার পরিচর্য্যা করা, সর্ব্বাঙ্গদ্বারা আমার বন্দন, আমার ভক্তগণের পূজা করা, সর্ব্বভূতে আমার অস্তিত্ব বোধ, আমার নিমিত্ত লৌকিক কার্য্য করা, বাক্যদ্বারা আমার গুণকথন, আমাতে মন সমর্পণ, সর্ব্ব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাম পরিত্যাগ করা, আমার নিমিত্ত অর্থ ও ভোগসুখ বিসর্জ্জন এবং আমার বিধি অনুযায়ী যজ্ঞ, দান, হোম, তপস্যা, জপ ও ব্রতাদি করা এইসকল কর্ম্মদ্বারা ধর্ম্ম আচরণ করিলে মনুষ্যগণের হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেক হয়। শান্ত ও সত্ত্বগুণদ্বারা পরিপূর্ণ মন আত্মাতে অর্পিত হয়। পরিশেষে ধর্ম্মজ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি ঘটে। 'আমি কে' ইহাও জানিতে চেষ্টা করিবে।

অনিমাদি-অষ্টসিদ্ধি

ভগবান কহিলেন—সিদ্ধি অষ্ট প্রকার। তন্মধ্যে আটটি আমার আশ্রিত, আর অপর দশটি সত্ত্বগুণ কার্য্য। দেহের সিদ্ধি তিন প্রকার, যথা অনিমা, লঘিমা ও মহিমা। সর্ব্ব-প্রাণীর ইন্দ্রিয়বর্গের ও তদধিষ্ঠাত্রী দেবতার যে সম্বন্ধ তাহাকে প্রাপ্তি বলে। শ্রুত ও দৃষ্ট ভোগ সমুদয়ের যে দর্শন সামর্থ্য তাহা প্রাকাম্য সিদ্ধি। শক্তিসমূহের প্রেরণকে ঈশিতা সিদ্ধি বলে। বিবিধ বিষয়ভোগ সঙ্গহীনতার ফলে যে সিদ্ধিলাভ তাহা বশিতা সিদ্ধি। অভিলষিত বিষয় সকলের সীমাপ্রাপ্তিকে অষ্টমী সিদ্ধি বলে। ইহারাই অষ্টসিদ্ধি।

দেহের ক্ষুধা তৃষ্ণা বশীভূত করা, অভিলষিত রূপ-ধারণ, অপরের দেহে প্রবেশ, স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ, সংকল্পিত বিষয়ভোগ প্রভৃতিও সিদ্ধির অন্তর্গত। ত্রিকালজ্ঞতা, দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা প্রভৃতিও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সিদ্ধির প্রকারবিশেষ। যিনি সূক্ষ্মভূতাত্মক আমাতে চিত্ত ধারণা করেন তিনি অনিমা সিদ্ধিলাভ করেন। আর যিনি আকাশাদি মহত্ত্বাত্মক আমাতে মন ধারণা করেন তিনি মহিমা সিদ্ধিলাভ করেন। ভূতসকলের পরমাণুস্বরূপ আমাতে চিত্ত ধারণ করিলে কালসূক্ষ্মাত্মক লঘিমা সিদ্ধিলাভ হয়।

জিতেন্দ্রিয়, দান্ত, জিতপ্রাণ, জিতচিত্ত আমাতে হৃদয় যোজিত করিতে পারিলে যোগীর পক্ষে কোন সিদ্ধিই দুর্লভ নহে।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম

উদ্ধব কহিলেন—হে কমললোচন, বর্ণাশ্রম আচারযুক্ত ও উক্ত আচারবিহীন ধর্ম্মবিষয়ে আমাকে উপদেশ করুন। উত্তরে ভগবান বলিলেন—বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালনদ্বারা মুক্তিলাভ হয়। আদিতে সত্যযুগে মানবের যে একমাত্র ধর্ম্ম ছিল তাহার নাম হংস। সেই যুগে মানব জন্মগ্রহণমাত্রেই কৃতকৃত্য হইত। তখন ওঁকারই বেদ ছিল এবং আমি বৃষরূপী ধর্ম্ম ছিলাম। তপোনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধস্বভাব মনুষ্যগণ সে সময়ে আমার উপাসনা করিতেন। ত্রেতাযুগে আমার হৃদয় হইতে ঋক্, যজুঃ ও সাম বেদের উদ্ভব হইল এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণ বৈরাজ পুরুষের যথাক্রমে মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে উৎপন্ন হইল। বর্ণাশ্রম বিহিত তাহাদের স্ব স্ব ধর্ম্ম পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উচ্চস্থান জাত বর্ণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উচ্চ ও নিম্ন স্থানজাত বর্ণের নিম্ন স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ, তাহার প্রকৃতি শৌচ, দম, আলোচনা, শম, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, ভক্তি, দয়া ও সত্যে অনুরাগ। ক্ষত্রিয়বর্ণ দ্বিতীয় স্থানাধিকারী, তাহার প্রকৃতি ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, ঔদার্য্য, উদ্যম, স্থৈর্য্য, ব্রাহ্মণের হিতকারিতা ও ঐশ্বর্য্যপ্রিয়তা। তৃতীয় স্থান বৈশ্যের, তাহার প্রকৃতি আস্তিক্যতা, দাননিষ্ঠা, দম্ভহীনতা, ব্রাহ্মণের সেবাপরায়ণতা এবং অর্থশালী হইলেও তাহাতে সন্তুষ্ট না থাকা। তৎপরে শূদ্রের স্থান, তাহার প্রকৃতি অকপটে গোব্রাহ্মণের সেবা করা এবং উপার্জ্জিত অর্থে সন্তুষ্ট থাকা। অন্ত্যাবসায়ীগণের প্রকৃতি অশুচিতা, চৌর্য্য, নাস্তিকতা, কলহ, কাম, ক্রোধ, লোভ এবং শ্বপচ ও চণ্ডালভাব।

দ্বিজ সংস্কার অনুসারে গুরুকুলে বাস করিয়া বেদাধ্যয়ন এবং মেখলা, অজিন, দণ্ড, জপমালা, ব্রহ্মসূত্র ও কমণ্ডলু ধারণ করিবেন। তিনি রোম ছেদন করিবেন না; স্নান, হোম, ভোজন ও মলমূত্রত্যাগকালে মৌনী থাকিবেন। তিনি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবেন, কোন বিষয়ে ত্রুটী হইলে স্নান ও জপ করিবেন এবং আচার্য্যকে ভগবৎস্বরূপ জ্ঞান করিবেন। তিনি দ্বিসন্ধ্যা মৌনাবলম্বন করিয়া অগ্নি, সূর্য্য, আচার্য্য, গো, ব্রাহ্মণ, গুরু, বৃদ্ধ ও দেবতাগণের উপাসনা করিবেন। তিনি গুরুকে সর্ব্বদেবেশ জানিবেন। ভিক্ষালব্ধ বস্তু তিনি গুরুকে দান করিবেন এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া ভোজন করিবেন। তিনি শুশ্রূষাপরায়ণ ও ভোগে অনাসক্ত হইবেন। তিনি সর্ব্বপ্রাণীতে পরমেশ্বর দর্শন করিবেন এবং বৃথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আলাপ বা পরনিন্দা করিবেন না। সৌচ, আচমন, সন্ধ্যা, উপাসনা, অর্চ্চনা, তীর্থসেবা প্রভৃতির দ্বারা তাহার চিত্ত-সংযম করা কর্ত্তব্য। সকাম হইলে দ্বিজ গৃহী হইবেন, নতুবা নিষ্কাম হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। গৃহী সবর্ণা, অনিন্দিতা, বয়ঃকনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিবেন, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান করিবেন। ইহাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহ, অধ্যাপনা ও যাজন করিবেন, তিনি আত্মাদ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিবেন, কদাপি নীচ সেবা করিবেন না। তিনি ঈশ্বরনিষ্ঠা ভুলিবেন না। উদাসীর ন্যায় আকর্ষণহীন ও অহংকারশূন্য হইবেন।

যতিধর্ম্ম-নির্ণয়

ভগবান কহিলেন—বনে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে, পুত্রগণের উপর পত্নীর ভারার্পণ করিয়া অথবা পত্নীসহ বনে গমন করিবেন। সেখানে শান্তচিত্তে আয়ুর তৃতীয়ভাগ যাপন করিবেন। যতি বন্য কন্দ, ফল ও মূলদ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবেন এবং বল্কল, তৃণ, পর্ণ বা মৃগচর্ম্ম পরিধান করিবেন। তিনি কেশ, রোম ও শ্মশ্রু ছেদন করিবেন না, দন্তধাবন করিবেন না, ত্রিসন্ধ্যা জলে স্নান করিবেন এবং ভূমিতে শয়ন করিবেন। তিনি শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সকল ঋতুতে কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত জলমগ্ন থাকা অভ্যাস করিবেন। তিনি পশুদ্বারা যাগ করিবেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং পিবেৎ জলম্।
সত্যপূতাং বদেদ্বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ॥"

অর্থাৎ যতি দৃষ্টিপূত পদন্যাস করিবেন, বস্ত্রপূত জল পান করিবেন, সত্যপূত বাক্য বলিবেন এবং মনঃপূত আচরণ করিবেন।

যতি মৌনতা, চেষ্টাহীনতা ও প্রাণায়ামদ্বারা যথাক্রমে বাক্য শরীর ও মনের দণ্ডবিধান করিবেন। তিনি সন্তগৃহে ভিক্ষা করিবেন, গ্রামের বহির্ভাগস্থ জলাশয়ে গমন করিবেন। নিঃসঙ্গ, জিতেন্দ্রিয়, আত্মারাম, আত্মনিরত, ধীর, সমদর্শী ও একাকী হইয়া তিনি পৃথিবী পর্য্যটন করিবেন। তিনি নির্জ্জন নিভৃত স্থানে বাস করিয়া নির্ম্মল ভক্তিদ্বারা চিত্ত নির্ম্মল করিবেন এবং আত্মাকে আমা হইতে অভিন্ন মনে করিবেন। জ্ঞাননিষ্ঠাদ্বারা আত্মার বন্ধন ও মোক্ষ চিন্তা করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যই বন্ধন, আর উহার দমনই মোক্ষ। যতি ষড়েন্দ্রিয় জয় করিবেন এবং ক্ষুধা ও বাসনা হইতে মুক্ত হইবেন। চিত্ত, বাক্য ও মনদ্বারা অনাত্মা ও মায়া উপলব্ধি করিয়া তিনি জ্ঞাননিষ্ঠ ও ভক্ত হইবেন। তিনি বালকের ন্যায় আচরণ করিবেন, নিপুণ হইয়াও জড়ের ন্যায় ব্যবহার করিবেন এবং তর্কপরায়ণ হইবেন না। তিনি কর্ম্মকাণ্ড ব্যাখ্যা করিবেন না, বিবাদের পক্ষ গ্রহণ করিবেন না বা কাহাকেও উৎকণ্ঠিত করিবেন না। তিনি দুর্ব্বাক্য ও দুর্ব্ব্যবহার সহ্য করিবেন। যেমন একই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চন্দ্র বিভিন্ন জলপাত্রে প্রতিবিম্বিত হন, তেমনি পরমাত্মা ভূতগণে ও নিজ দেহে অবস্থিতি করেন। সুতরাং যতি সমুদয় ভূতকে একাত্মক দর্শন করিবেন। তিনি খাদ্য পাইলে বা না পাইলে তুষ্ট বা বিষণ্ণ হইবেন না, কারণ উভয়ই দৈবাধীন। তিনি তত্ত্বজ্ঞ হইয়া মুক্ত হইবেন, বস্ত্র ও শয্যা যেরূপ পাইবেন তাহাই ব্যবহার করিবেন, শ্রদ্ধালু ও অসূয়াশূন্য হইবেন এবং ভক্তি ও যত্নপূর্ব্বক গুরুসেবা করিবেন।

যিনি অজিতেন্দ্রিয়, যাঁহার জ্ঞান ও বৈরাগ্য নাই অথচ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার ধর্ম্ম নিষ্ফল ও আত্মবঞ্চক, তিনি ইহকাল ও পরকালহীন হন। যতির ধর্ম্ম শম ও অহিংসা। বাণপ্রস্থাবলম্বীর ধর্ম্ম তপশ্চারণ, গৃহীর ধর্ম্ম ভূত ও রাক্ষসদিগকে বলিদান। কিন্তু সকলেরই ধর্ম্ম আমার উপাসনা। যিনি সর্ব্বভূতে আমার ভজনা করেন তিনি মদ্‌বিষয়িনী দৃঢ়া ভক্তি লাভ করেন এবং বৈকুণ্ঠবাসী আমাকেই প্রাপ্ত হন। জরা বশতঃ কম্পান্বিত কলেবর হইয়া নিয়মাদি পালনে অসমর্থ হইলে যতি আমাতে মন সংযমপূর্ব্বক অগ্নিতে প্রবেশ করিবেন।

ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ ও ক্রিয়াযোগ

ভগবান কহিলেন—মানবগণের মঙ্গলসাধন কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগদ্বারা হইয়া থাকে। দুঃখবোধশীল হইয়া সংসারের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মফল সমূহে অনাসক্ত কর্ম্মপরিত্যাগীদের জ্ঞানযোগ সাধন অনাবশ্যক। যাঁহারা দুঃখবোধশূন্য এবং কর্ম্মফলে অনাসক্ত তাঁহাদের পক্ষে কর্ম্মযোগ শ্রেয়। সৌভাগ্যবশতঃ মদীয় বাক্যে যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, যিনি কর্ম্মফলে অবিরক্ত, অনতি-আসক্ত তাঁহার পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিদায়ক। মদীয় বাক্যে শ্রদ্ধা না থাকিলে কর্ম্মযোগ অবলম্বনীয়। যিনি স্বধর্ম্মনিরত, নিষিদ্ধ কর্ম্মত্যাগী, শুদ্ধচিত্ত ও পবিত্রস্বভাব তিনি ভক্তিযোগ সাধনের উপযুক্ত।

যাহাতে কুলায় সকল নির্ম্মাণ করিয়া পক্ষিগণ অবস্থান করিতেছে, নির্দ্দয় মনুষ্য সেই বনস্পতিকে ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, অনাসক্ত পক্ষিকুল উহাকে পরিত্যাগ করিলে নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে। সেইরূপ দিবা ও রাত্রি নিয়ত আয়ুক্ষয় করিতেছে জানিয়া ভয় ও আসক্তি পরিত্যাগ অবশ্যকর্ত্তব্য। গুরুরূপ কর্ণধারবিশিষ্ট সৎস্বরূপ অনুকূল বায়ুচালিত মানব শরীরকে তরণী করিয়া এই ভবসিন্ধু পার হইবার প্রয়াস করিবে। ধারণাদ্বারা মন জয় করিবে, কিছু কিছু বাসনা পুরণদ্বারা ধীরে ধীরে মনের গতিরোধ করিবে। এইরূপে অগ্রসর হইয়া প্রাণ ও ইন্দ্রিয় জয় করিবে। অশ্বধারক যেমন দমনীয় অশ্বের হৃদয়জ্ঞতার জন্য বারংবার অপেক্ষা করিয়া অবশেষে সফলকাম হয়, সেইরূপ অনুবৃত্তি-মার্গদ্বারা মনকে সংগ্রহ করিবে। গুরুর উপদেশদ্বারা দেহাভিমান পরিত্যাগ করিবে, অর্চ্চনা ও ধ্যানাদিদ্বারা চিন্তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবে এবং জ্ঞান, অভ্যাস ও নামসঙ্কীর্ত্তনদ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হইবে। অসৎসঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে এবং ভগবৎ-কথায় রুচি ও শ্রদ্ধা রাখিবে।

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি॥"

অর্থাৎ নিরন্তর আমার ভজনা করিলে হৃদয়গ্রন্থি ভেদকারী সকল সংশয়ের অবসান হয় ও সকল কর্ম্মের ক্ষয় হয়। কামনাশূন্য ও প্রার্থনাশূন্য ব্যক্তিগণ সহজেই উদ্ধার পাইয়া থাকেন।

তিরস্কার সহ্য করিবার উপায়

ভগবান উদ্ধবকে কহিলেন—হে বৃহস্পতি-শিষ্য, দুর্জ্জন কর্ত্তৃক উচ্চারিত দুরুক্তিদ্বারা ক্ষুভিত মনকে শান্ত করা কঠিন। ইহা সহ্য করিবার উপায় এক উদাহরণদ্বারা বুঝাইতেছি।

পুরাকালে মালবদেশে এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি কৃপণের অগ্রগণ্য ছিলেন। বাণিজ্যবৃত্তিদ্বারা তিনি বিপুল ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি কামী, অতিলোভী ও কোপন-স্বভাব ছিলেন। তিনি জ্ঞাতি ও অতিথিদিগকে বাক্যদ্বারাও অর্চ্চনা করিতেন না। তাহার আচরণের ফলে তাহার পুত্র ও বান্ধবগণ তাহার অনিষ্ট চিন্তা করিত। তাহার স্ত্রী ও কন্যাগণ তাহার অভিপ্রায়ানুযায়ী আচরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিত না। বিপুল অর্থ থাকা সত্ত্বেও ধর্ম্মক্রিয়াহীন হইয়া ইহলোক ও পরলোকভ্রষ্ট হওয়াতে দেবতাগণও তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহারা তাহাকে ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট করিলেন। ফলে ব্রাহ্মণের বহু আয়াসলব্ধ অর্থ বিনষ্ট হইতে আরম্ভ করিল। জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক কিছু, দস্যুগণ কর্ত্তৃক কিছু এবং মনুষ্য, দৈব, রাজা ও কাল কর্ত্তৃক তাহার অবশিষ্ট সমস্ত ধনই ক্ষয়িত হইল। তাহার নিঃস্ব অবস্থায় স্বজনগণও তাহাকে উপেক্ষা করিতে লাগিল। তখন ব্রাহ্মণ অনুশোচনায় দগ্ধ হইয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন এবং তাহার মনে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। তিনি চিন্তা করিলেন—"অহো কি কষ্ট! আমি অনর্থক আত্মাকে অনুতপ্ত করিয়াছি। আমার আত্মতৃপ্তি ধর্ম্ম-কামাদির নিমিত্ত হইল না। যে অর্থ সৎকার্য্যে ব্যয়িত না হয়, তাহা নরকভোগের নিমিত্তমাত্র হয়। অর্থ যশ গুণ সমস্তই বিনষ্ট করে। অর্থ অর্জ্জনে, ব্যয়ে, সঞ্চয়ে ও নাশে সর্ব্বক্ষেত্রেই ক্লেশদায়ক। অর্থ আয়াস, ত্রাস, চিন্তা ও ভ্রম আনয়ন করে। অর্থ চৌর্য্য, হিংসা, মিথ্যা, শঠতা, কাম, ক্রোধ, গর্ব্ব, মোহ, ভেদ, বৈর, অবিশ্বাস, স্পর্দ্ধা, ব্যসন, বিচ্ছেদ ও শত্রুতার জনক। অর্থ অনর্থের মূল—

"অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্।
নাস্তি ততঃ সুখলেশ সত্যম্॥"

গৃহ ও অর্থ রোগ, শোক ও তাপের উদ্ভব ঘটায়। মনুষ্যের পুত্র অপেক্ষা স্ত্রী ও ধনকে অধিক ভয় করা উচিত। সুতরাং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি অর্থ নামক অনর্থকে দূর হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্জ্জন করিবে। বহু তপস্যায় ব্রাহ্মণরূপে মনুষ্য জন্মলাভ করিয়াছি, কিন্তু আত্মাকে অনাদর করিয়া আপনার হিতসাধন করি নাই। আমি দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ, ভূত, জ্ঞাতি ও বন্ধুগণকে তাহাদের প্রাপ্য না দিয়া যক্ষবৃত্তিদ্বারা অধঃপতিত হইয়াছি। ধন আমার বয়স ও বল অপগত করিয়াছে, মৃত্যুকবলিত ব্যক্তির আর ধনেরই বা কি আবশ্যক। নিশ্চয়ই সর্ব্বদেবময় ভগবান আমাকে কৃপা করিয়াছেন, অতএব জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি আত্মাকে তৃপ্ত করিতে চেষ্টা করিব। খট্টাঙ্গ মুহূর্ত্ত মধ্যেই ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ এইরূপ চিন্তা করিয়া শান্ত, ভিক্ষুক ও মুনিব্রত অবলম্বন করিলেন। তিনি ইন্দ্রিয় ও প্রাণ জয় করিয়া পৃথিবী পর্য্যটনে বাহির হইলেন। কেহ তিরস্কার করিলে, ভোজনকালে খাদ্য কাড়িয়া লইলে, কমণ্ডলু ইত্যাদি অপসারণ করিলে বা গাত্রে মলমূত্র ত্যাগ করিলে তিনি বাক্য সংযম করিয়া থাকিতেন। কেহ কেহ তাহাকে দেখিয়া "বধ কর, বধ কর" বলিত, কেহ বা তাহাকে শঠ ও ভণ্ড বলিয়া নিন্দা করিত। কিন্তু তিনি কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিতেন না, পরন্তু ধৈর্য্য ও বৈরাগ্যদ্বারা বলশালী হইলেন। মনই দুঃখের একমাত্র কারণ বুঝিয়া তিনি নীরব থাকিতেন। অবশেষে তিনি আত্মাকে নিরীহ জানিলেন, মনকে জয় করিলেন এবং 'আমি ও আমার' ভাব ত্যাগ করিলেন। স্বীয় দন্তদ্বারা জিহ্বা আহত হইলে যেমন তাহা সহ্য করিতে হয়, তেমনি তিনি অপরের নিন্দা ও তিরস্কার সহ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেন। তিনি বুঝিলেন যে সুখদুঃখ দেহের, আত্মার নহে—আত্মা নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত। অবশেষে তিনি পরমাত্মা আশ্রয় করতঃ মুকুন্দের চরণ সেবায় রত হইয়া দুস্তর সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হইল।

সাংখ্য-যোগ

ভগবান কহিলেন—কপিলাদি মুনিগণ সাংখ্যযোগ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ইহাদ্বারা সুখ ও দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়।

প্রলয়কালে এক অদ্বিতীয় পরমব্রহ্ম মাত্র বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি মায়া ও তাহার প্রকাশ-প্রকৃতি সৃজন করেন। প্রকৃতি হইতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ অভিব্যক্ত হইল। ঐ ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি হইতে অহঙ্কার জন্মিল। অহঙ্কার তিন প্রকার—বৈকারিক, তৈজস ও তামস। উহারা তন্মাত্র ইন্দ্রিয় ও মনের কারণ—চিন্ময় ও অচিন্ময়। তামস হইতে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের উদ্ভব হইল। তৈজস হইতে ইন্দ্রিয় সকল এবং বৈকারিক হইতে দিক্, বাত, অর্ক, প্রচেতা, অশ্বিনী, বলি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র, চন্দ্র আদি একাদশ দেবতা জন্মিলেন। ইহার পর এক অণ্ড সৃজিত হইল। জলমধ্যস্থিত সেই অণ্ডে নারায়ণ অবস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নাভি-কমল হইতে ব্রহ্মা সৃষ্ট হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মা তপঃপ্রভাবে নারায়ণের অনুগ্রহে লোকপালসহ লোকসকল এবং ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই তিনলোক—স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল সৃজন করিলেন। ইহারা যথাক্রমে দেবতা, ভূত ও মর্ত্ত্যদিগের আবাসস্থলরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। পৃথিবীর অধোভাগ অসুর ও নাগগণের জন্য সৃষ্ট হইল। ক্রমে যোগ, তপস্যা ও সন্ন্যাসের নির্ম্মল গতি—মহ, জন, তপঃ ও সত্যলোক, এবং ভক্তিযোগের গতি—বৈকুণ্ঠলোক সৃজিত হইল। ভগবান কালরূপী ধাতা। তাঁহা হইতে গুণপ্রবাহ উঠিতেছে এবং আবার তাঁহাতেই মগ্ন হইতেছে। শরীর অন্নে, অন্ন অঙ্কুরে, অঙ্কুর ভূমিতে, ভূমি গন্ধে, গন্ধ জলে, জল নিজ গুণ রসে, রস জ্যোতিতে, জ্যোতি রূপে, রূপ বায়ুতে এবং বায়ু স্বর্গে লয় পায়।

আত্মা বিশ্বের উৎপত্তি ও লয়দ্বারা স্থিতি, ভূমি ও সীমারূপে লক্ষিত হইয়া থাকেন। এই হেতু তিনি নিরুপাধিক ও আত্মস্বরূপ। যিনি এইরূপ দর্শন করেন, সূর্য্যোদয়ে যেরূপ কুয়াসা বিলীন হয়, সেইরূপ তাহার মন ভেদশূন্য হইয়া তাহা হইতে ভ্রম দূরীভূত হয়।

সত্ত্বাদিগুণের বৃত্তি

ভগবান কহিলেন—হে উদ্ধব! শম, দম, তিতিক্ষা, বিবেক, স্বধর্ম্মানুবর্ত্তিতা, সত্য, দয়া পূর্ব্বাপর স্মৃতি, যথালব্ধ বস্তুতে সন্তোষ, দান, বৈরাগ্য, আস্তিকতা, অনুচিত কর্ম্মে লজ্জা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সরলতা, বিনয় ও আত্মরতি এইগুলি সত্ত্বগুণের বৃত্তি।

অভিলাষ, চেষ্টা, দর্প, লাভ হইলেও অসন্তোষ, গর্ব্ব, ধনাদি কামনায় দেবতার নিকট প্রার্থনা, ভেদবুদ্ধি, বিষয়ভোগ বাসনা, যজ্ঞাদিতে অভিনিবেশ, স্তুতিপ্রিয়তা, উপহাস, প্রভাব প্রকটন, বল ও উদ্যম এইসকল হইল রজোগুণের বৃত্তি।

অসহিষ্ণুতা, ব্যয়কুণ্ঠা, অশাস্ত্রীয় আলোচনা, হিংসা, যাচ্ঞা, অধর্ম্মাচরণ, শ্রম, কলহ, অনুশোচনা, ভ্রম, দুঃখ, দীনতা, তন্দ্রা, আশা, ভয় ও উদ্যমহীনতা এইসকল তমোগুণের বৃত্তি।

'আমি ও আমার' বুদ্ধিপূর্ব্বক ধর্ম্ম অর্থ ও কামরত এবং নিরপেক্ষ হইয়া, নিজ কর্ম্মফলদ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানের যে অর্চ্চনা করা যায়, তাহাকে মিশ্রী ভাবের বৃত্তি বলে।

নিজের কামনা অর্থাৎ আত্মপ্রীতিকে কাম বলে এবং ভগবৎপ্রীতির জন্য কর্ম্ম করাকে প্রেম বলে।

সঙ্গহেতু ভেদবুদ্ধি রাজসিক, প্রকাশক স্বচ্ছশান্ত ভাব সাত্ত্বিক, আর বিবেকভ্রংশকারক আত্মঘাতী স্বভাব হইল তামসিক।

"ততসত্ত্বাৎ নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥"

অর্থাৎ যখন চক্ষুকর্ণাদি হইতে নির্ম্মল জ্ঞান প্রকাশিত হইতে থাকে এবং সুখ ও জ্ঞান উপলব্ধি হয় তখন সাত্ত্বিক বৃত্তি সম্পন্ন হয়।

জীবের সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ বৃত্তি। ভগবানের বৃত্তি নির্গুণ। অতএব নির্গুণ হওয়া কর্ত্তব্য। সাত্ত্বিক বৃত্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উর্দ্ধে লইয়া যায়, রজোগুণ মর্ত্ত্যলোকে বিচরণ করায় আর তামসিক বৃত্তি জঘন্য পশুযোনিতে ভ্রমণ করায়।

দেবতাগণের সত্ত্বগুণ, অসুরগণের রজোগুণ এবং রাক্ষসগণের তমোগুণ বৃত্তি। সত্ত্বকে জাগরণ, রজকে স্বপ্ন এবং তমকে সুষুপ্তি বলিয়া জানিবে। তুরীয় অবস্থা এই তিনগুণের উপর অবস্থিত।

ভগবৎ-বিষয়ে জ্ঞান নির্গুণ। ফল কামনায় কৃতকর্ম্ম রাজসিক এবং হিংসাদির উদ্দেশ্যে কৃতকর্ম্ম তামসিক। অরণ্যে বাস সাত্ত্বিক, গ্রামে বাস রাজসিক, আর দ্যূতাদি স্থলে বাস তামসিক। সঙ্গহীন কর্ম্ম সাত্ত্বিক, অনুরাগমূঢ় কর্ম্ম রাজসিক, এবং অনুসন্ধানশূন্য কর্ম্ম তামসিক। অনায়াসলব্ধ ভোজ্য সাত্ত্বিক, ইন্দ্রিয়প্রিয় ভোজ্য রাজসিক, অশুচি ভোজ্য তামসিক।

ভগবৎ-বিষয় ও আত্মা হইতে জাত সুখ সাত্ত্বিক, বিষয় হইতে যে সুখ তাহা রাজসিক, আর মোহ ও দীনতা হইতে যে সুখ তাহা তামসিক। ত্রিগুণাতীত হইতে পারিলে মোক্ষলাভ সম্ভবপর হয়। গুণসঙ্গ বিবর্জ্জিত হইয়া ভগবৎসেবা করা কর্ত্তব্য। সত্ত্বগুণাবলম্বীর পক্ষে রজঃ ও তমোগুণ জয় করা সম্ভব। শাস্ত্রবুদ্ধি, উপসম ও বুদ্ধিদ্বারা ত্রিগুণাতীত হইতে পারা যায়। তখন লিঙ্গদেহ ত্যাগ করিয়া ভগবৎ সান্নিধ্য লাভ ঘটিয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রিয়াযোগের বর্ণনা

ভগবানের উপাসনা তিন প্রকার— বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্র। দ্বিজ অকপটভাবে প্রতিমাতে, বালুকাময়ী বেদীতে, অগ্নিতে, সূর্য্যে, জলে অথবা হৃদয়ে গুরুরূপ ঈশ্বরের ভজনা করিবে। হস্ত, পদ ও দন্ত ধৌত করিয়া স্নানান্তে কর্ম্ম-পাবনীপূজা করিতে হয়।

প্রতিমা অষ্টবিধ—শৈলময়ী, দারুময়ী, অষ্টধাতুনির্ম্মিত, লৌহময়ী, বালুকাময়ী, মনোময়ী ও মণিময়ী। মূর্ত্তি আবার দ্বিবিধ—চলা ও অচলা। অচলা মূর্ত্তির আবাহন ও বিসর্জ্জন নাই। জলকে জলদ্বারা, অগ্নিকে ঘৃতদ্বারা এবং সূর্য্যকে প্রণাম দ্বারা পূজা করিতে হয়।

অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রদত্ত ভূরি পরিমাণ দ্রব্যও ভগবৎ-তুষ্টি সাধনে সমর্থ হয় না। পবিত্র হইয়া, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও অন্নাদি আহরণপূর্ব্বক কুশাদি আসনে উপবেশন করিতে হইবে। পূর্ব্ব বা উত্তরমুখ হইয়া বসিতে হয়। পরে ন্যাসদ্বারা অঙ্গশুদ্ধি পূর্ব্বক ঘটাদির পূজা কর্ত্তব্য। হৃৎ-মন্ত্র, শিখাবন্ধন মন্ত্র ও গায়ত্রীমন্ত্রদ্বারা পূত হইতে হইবে। প্রথমে ওঁকার ধ্যানপূর্ব্বক নারায়ণের ধ্যান কর্ত্তব্য। পরে মানস উপচার দ্বারা প্রতিমাতে দেবতার আবাহন, প্রতিষ্ঠাদি করিতে হইবে। তাহার পর অঙ্গন্যাস করণীয়। পরে পাদ্য, আচমনীয় ও অর্ঘ্যাদি নিবেদন করিতে হইবে। ইহার পর সুদর্শন চক্র, পাঞ্চজন্য,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শঙ্খ, গদা, খড়্গ, ধনু, হল, মুষল, কৌস্তভ ও শ্রীবৎসের অর্চ্চনা করিবে। মূর্ত্তিকে বসন, ভূষণ, চন্দন ও অলঙ্কারাদি-দ্বারা সজ্জিত করিবে। পর্ব্বদিনে গীত ও বাদ্য করণীয়। মূর্ত্তির ধ্যান, পূজা ও স্তব পাঠের পর ভগবান প্রসন্ন হউন বলিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। পরে বিসর্জ্জনান্তে হৃৎপদ্ম-জ্যোতিকে তাঁহার জ্যোতিতে বিলীন করিবে।

পরমার্থ নির্ণয়

ভগবান কহিলেন—অপর ব্যক্তির শান্ত স্বভাব অথবা সদসৎ কর্ম্মের প্রশংসা বা নিন্দা করিবে না। বিশ্বকে একাত্মক দেখাই সাধু ব্যক্তির কর্ত্তব্য। পরনিন্দা বা প্রশংসা করা অনুচিত, কারণ ইহাতে সাধক নিজ প্রয়োজনভ্রষ্ট হন। বাক্যদ্বারা যাহা প্রকাশ করা যায় অথবা মনদ্বারা যাহা চিন্তা করা হয়; তাহা অলীক। ভগবৎনিষ্ঠ ব্যক্তি কখনও কাহারও নিন্দা বা স্তুতি করিবেন না। তিনি সূর্য্যের ন্যায় সংসারে সর্ব্বত্র সমভাবে বিচরণ করেন। তিনি অনুমান ও অনুভবদ্বারা আত্মা ভিন্ন অপর পদার্থ অসৎ জানিয়া সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক ইহলোকে বিচরণ করিয়া থাকেন।

আত্মা অব্যয়, নির্গুণ, বিশুদ্ধ, জ্যোতিস্বরূপ, আবরণশূন্য ও অগ্নিতুল্য। দেহ অচেতন কাষ্ঠ সদৃশ। যতদিন এই দেহের ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সহিত সম্পর্ক থাকে ততদিন সংসার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবিবেকীর চক্ষে বাস্তব বলিয়া প্রতিভাত হয় এবং স্বপ্নবৎ অনর্থপ্রাপ্তি ঘটে। বিষয়ধ্যান পরায়ণ এই আত্মার বিষয়-নিবৃত্তি হয় না। স্বপ্ন যেরূপ নিদ্রিত ব্যক্তির পক্ষে বিবিধ পদার্থ সৃষ্টি করিয়া থাকে, কিন্তু জাগ্রত ব্যক্তির মোহ জন্মাইতে পারে না, সেইরূপ শোক, হর্ষ, ক্রোধ, লোভ, মোহ, স্পৃহা, জন্ম ও মৃত্যু প্রভৃতি অহঙ্কারেরই সৃষ্ট, আত্মার নহে। দেহ, মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সংপৃষ্ট অভিমানশীল আত্মাই অন্তঃস্থ জীব। সুতরাং তিনিই "প্রকৃতি, 'মহান্' ইত্যাদিরূপে কীর্ত্তিত হইয়া সংসারচক্র পরিক্রমনান্তে কালবশে মুক্ত হইয়া থাকেন।

"অমূলমেতদ্বহুরূপরূপিতম্।
মনো-বচঃ-প্রাণ-শরীর-কর্ম্ম॥
জ্ঞানাসিনোপাসনয়া শিতেন।
ছিত্ত্বা মুনিগাং বিচরত্যতৃষ্ণঃ॥"

অর্থাৎ মুনি এই অমূলক অথচ বহুরূপে প্রকাশিত মন, বাক্য, প্রাণ, দেহ ও কর্ম্মকে গুরূপাসনাজাত জ্ঞানরূপ শাণিত অসিদ্বারা ছেদন করিয়া বিতৃষ্ণভাবে ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করিবেন।

সুবর্ণ যেমন সমুদয় সুবর্ণ নির্ম্মিত দ্রব্যের পূর্ব্বে ছিল এবং পরেও থাকিবে, সেইরূপ এই বিশ্বের আদিতে ও অন্তে একমাত্র কারণ ও প্রকাশরূপে ভগবান আছেন ও থাকিবেন। অতএব দেহের প্রতি আত্মবুদ্ধি দূর করা কর্ত্তব্য।

দেহ আত্মা নহে। ইন্দ্রিয়বর্গ, দেবতা, প্রাণ, বায়ু, জল, অগ্নি, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার আত্মা নহে; পৃথিবী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও শব্দাদি বিষয়ও আত্মা নহে; প্রকৃতিও আত্মা নহে। আত্মা জলদজালে আচ্ছাদিত সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত। অহঙ্কারাতীত অক্ষয় আত্মা সংসারের হেতুভূত সত্ত্বরজস্তমো-গুণের সহিত সংযুক্ত হন না। মায়ারচিত গুণসমূহের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া দৃঢ় ভক্তিযোগদ্বারা আত্মাকে জানিতে হয়—আত্মানন্দ ভোগ করিতে হয়। আত্মবিদ্যা অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ করে—যোগনিষ্ঠ যোগী আত্মজ্ঞান লাভ করেন।

যাঁহারা সার ও অসার বিচারে সুদক্ষ, তাঁহারা সমস্ত আনন্দের অক্ষয় ভাণ্ডার ভগবানের চরণকমলের পূজা করেন। তিনি শরণাগতগণের সর্ব্বার্থসাধক।

নির্ম্মল-অন্তঃকরণ হইয়া আকাশের ন্যায় পূর্ণ আত্মস্বরূপ সর্ব্বভূতে ও আপনাতে বাসুদেবময় জগৎ চিন্তা করিবে। কুক্কুর, চণ্ডাল, গো ও গর্দ্দভ প্রভৃতিকেও ব্রহ্মজ্ঞানে 'দাসোঽস্মি' বলিয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। তখন সমস্তই ব্রহ্মময় বলিয়া মনে হইবে। তিনি নিত্য, শুদ্ধ ও গুহ্য। জ্ঞানদীপ-দ্বারা তাঁহাকে অবলোকন করিয়া শুদ্ধচিত্ত হইবে এবং কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। একবার অমৃত পান করিতে পারিলে কাহারও আর কিছুই অপেয় থাকে না।

ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ।

হরিঃ ওঁ তৎ সৎ॥

—:):*:(:—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুরলীধর

বংশীবিভূষিত-করান্নবনিরদাভাৎ।
পীতাম্বরারুণবিম্বাফলাধরোষ্ঠাৎ॥
পূর্ণেন্দু-সুন্দর-মুখাদরবিন্দনেত্রাৎ।
কৃষ্ণাৎ পরমকিমপি তত্ত্বম্ অহং ন জানে॥

বাসুদেব পরা বেদা বাসুদেব পরা মখাঃ।
বাসুদেব পরা যোগা বাসুদেব পরা ক্রিয়াঃ॥
বাসুদেব পরং জ্ঞানং বাসুদেব পরং তপঃ।
বাসুদেব পরোধর্ম্ম বাসুদেব পরা গতিঃ॥

ভক্তিপথ

সত্য দয়া দান তপ
যম অহিংসাদি।
নিয়ম আসন ধ্যান
ধারণা সমাধি॥
ভক্তির সাধনে ইহা
অতীব দুর্গম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাসুদেব পরায়ণ
করিবে সুগম ॥
সূর্য্যের কিরণে যথা
নীহার বিনাশে।
নিত্য ভক্তি ঐকান্তিক
পাপরাশি নাশে ॥
কর্ম্ম মার্গ জ্ঞান মার্গ
না পারে উদ্ধারে।
মঙ্গলদায়ক ভক্তি
তারয়ে সবারে ॥
নাহি আছে কণ্টকাদি
ভক্তি পথে ভাই।
ভয় বাধা বিঘ্নাদির
কোন শঙ্কা নাই ॥
নিষ্কাম নিঃসঙ্গ ভক্তি
জীবন্মুক্ত জন।
ইহাই ভক্তির পথ
সাধুবাক্য কন ॥

—):*:(—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi